Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

খাদিজা বেগম

রোলঃ 216022010227

২৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

খাদিজা বেগম

রোলঃ 216022010227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে খাদিজা বেগম, আইডিঃ 216022010227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

খাদিজা বেগম

আইডিঃ 216022010227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত 6

সালাত বা নামাজ: 6

পবিত্র কুরআনে নামাজের পাঁচটি অর্থ 18

উম্মতে মোহাম্মদীর উপর কখন নামায পড়ার আদেশ হয় 19

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ 21

ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত নামাজ 22

সালাতের গুরুত্ব 23

নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ 23

পরিবারকে নামাযের নির্দেশদানের তাকিদ 24

প্রয়োজনে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার আদেশ 25

নামাযকে আল্লাহর জন্য নিবেদনের নির্দেশ 27

নামায মুত্তাকীদের গুণ 28

নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য 29

নামায মুখবিতীনের গুণ 30

কুরআন আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 30

নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 31

তওবার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 32

যারা নামায থেকে গাফেল নয় আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন 35

নামায মুহাজিরদের অনন্য বৈশিষ্ট্য 36

নামায সাহাবীদের বিশেষ গুণ 37

নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ 38

পরিবারকে নামাযের নির্দেশদানের তাকিদ 38

প্রয়োজনে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার আদেশ 40

নামাযকে আল্লাহর জন্য নিবেদনের নির্দেশ 42

নামায মুত্তাকীদের গুণ 43

নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য 44

নামায মুখবিতীনের গুণ 44

কুরআন আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 45
নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 46
তওবার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 46
নামাযের প্রতিবন্ধককে নিষিদ্ধ করা 48
যারা নামায থেকে গাফেল নয় আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন 50
নামায মুহাজিরদের অনন্য বৈশিষ্ট্য 51
নামায সাহাবীদের বিশেষ গুণ 52
নামায মুত্তাকীদের গুণ 53
নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য 54
নামায মুখবিতীনের গুণ 54
কুরআন আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 55
নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 56
নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ 56
পরিবারকে নামাযের নির্দেশদানের তাকিদ 57
প্রয়োজনে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার আদেশ 59
নামাযকে আল্লাহর জন্য নিবেদনের নির্দেশ 61
নামায মুত্তাকীদের গুণ 62
নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য 63
নামায মুখবিতীনের গুণ 64
কুরআন আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 65
নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 66
তওবার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ 67
নামাযের প্রতিবন্ধককে নিষিদ্ধ করা 68
বংশধরের নামাযী হওয়ার জন্য ইবরাহীম আ.-এর দুআ 68
যারা নামায থেকে গাফেল নয় আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন 69
নামায মুহাজিরদের অনন্য বৈশিষ্ট্য 71
নামায সাহাবীদের বিশেষ গুণ 72
সালাতের ফজিলত 89

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

✍ সালাত বা নামাজ:

সালাত একটি আরবি শব্দ। অনেকের ধারণা নামাজও আরবি শব্দ। মূলত "নামাজ" ফারসী শব্দ। এর অর্থ হলো বন্দেগী করা(To worship, To serve) উপাসনা করা। সালাতের প্রতিশব্দ ফারসী ভাষায় নামাজ। এ উপমহাদেশে সালাত অপেক্ষা নামাজ শব্দটি অধিক প্রচলিত। নামাজের অর্থ সম্পর্কে হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক লিখেছেন যে," শরীয়তের পরিভাষায় নামাজের অর্থ আল্লাহ্ তায়ালার দিকে মনোযোগ দেয়া, তার দিকে অগ্রসর হওয়া,তারই কাছে চাওয়া এবং একেবারে তার নিকটবর্তী হওয়া। "

নামাজ সম্পর্কে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) লিখেছেন যে," (নামাজ) দ্বীনের প্রতিক চিহ্ন এটি এবং মুসলমানদের পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন। এমনকি একে ইসলাম ও গায়র (অন্য) ইসলামের ভেতর পার্থক্যকারী

সীমারেখা (Line of Demarcation) ও বিশিষ্টতাসূচক হিসাবেও অভিহিত করা হয়েছে।"

আর এ জন্যই নামাজ সম্পর্কে হযরত জাবিরইবন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন -বান্দা এবং শিরক-কুফর এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ পরিত্যাগ করা।"
(মুসলিম শরিফ ১/১৫০, তিরমিযী শরীফ ৫/২৬২১)

বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (রহঃ) লিখেছেন -" ঈমান ও আকীদা শুদ্ধ করার পর ইসলামের ফরজ সমূহের মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।"এ জন্য - "কোনো ব্যক্তি রাসূলে কারীম (সাঃ) কে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করে তাঁর দ্বীনি দাওয়াতকে কবুল করলে ইসলাম তার থেকে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি দাবি করে, সেটি হলো নামাজ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর

কর্মপদ্ধতি ছিল যে, কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তার থেকে তাওহীদের স্বীকারোক্তি নেয়ার পর নামাজের অঙ্গীকার নিতেন "। দ্বীন ইসলামে

নামাজ এমন ফরজ আমল যা কোনো মুসলমানের বর্জন করার কোনো প্রকার অবকাশ নেই। জীবনের সকল অবস্থায় নামাজ অব্যশই আদায় করতে হবে।
নামাজ সম্পর্কে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) আরও লিখেছেন যে-" সালাত এমন এক অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, যা থেকে কোনো নবী-রাসূলও মুক্ত নন,সেখানে কোনো গুণী, সফী-বুযুর্গ ও মুজাহিদের (যে জিহাদ করে) এর থেকে মুক্ত হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। সালাত মু'মিনের জন্য এমন যেমন মাছের জন্য পানি।"
নামাজ সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেছেন যে-" কুরআন পাকে আল্লাহ্ তায়ালা নামাজের কথা ৮২ বার উল্লেখ করেছেন।
যা অন্য কোন ইবাদতের ব্যাপারে এত বেশি আসেনি। এতেই সালাতের গুরুত্ব প্রকাশ পায়।

সূরাহ বাকারাহ : মহান আল্লাহ বলেন, '(মুত্তাকী) তারা যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে (সৎপথে) ব্যয় করে।' (আয়াত নং-৩)

ঈমান বিল গইব বা অদৃশ্য বিষয়ের বিশ্বাস হল, রাসূল (সা) যে হিদায়াত ও শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সেসব আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। ইকামাহ বা প্রতিষ্ঠা অর্থ হল, শুধু নিজে নামাজ আদায় করা নয় বরং নামাযকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করা। নামাজে সব ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সবসময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বুঝায়। আর এসব প্রত্যেক নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এককথায় নামাযে অভ্যস্ত হওয়া, তা শরীয়াতের নিয়ম মতো আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম যর্থাথভাবে পালন করা। আহকাম ও আরকানসমূহ পূর্ণরূপে পালন করে নিয়মিত নামাজ আদায় করা। ইনফাক বা ব্যয় দ্বারা ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদাকা এবং নফল দানও বুঝায়।

‘আর নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।’ (আয়াত নং-৪৩)

ইকামাহ হল, সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণতঃ যেসব খুঁটি দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে

সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এজন্য এটা স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে নামায আদায় করা।
‘তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্যই তা কঠিন। কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষেই তা সম্ভব।’ (আয়াত নং-৪৫)

ধৈর্য ধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে বশীভূত করে ফেলো। তাতে সম্পদপ্রীতি কমে যাবে। সাহায্য চাওয়ার পদ্ধতি ধৈর্য ও নামায। বিনয় অর্থ অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা পালন করতে যেয়ে হৃদয়কে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। ইচ্ছাকৃত কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অবশ্যই নিন্দনীয়। অবশ্য তা অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেই ক্ষমার্হ।

‘যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা

করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষদের সৎ কথা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে। তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।’ (আয়াত নং-৮৩)

‘তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।’ (আয়াত নং-১১০)

‘হে মুমিনেরা তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’ (আয়াত নং-১৫৩)

‘সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে বরং বড় সৎকর্ম হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং নবী-রাসূলদের উপর আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মুহাব্বতে আত্মীয়, এতীম, মিসকিন, মুসাফির, ভিক্ষুক এবং মুক্তিকামী দাসদের জন্য। আর যারা নামায

প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয়, যারা কৃত ওয়াদা সম্পাদন করে এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হল, সত্যাশ্রয়ী। আর তারাই পরহেযগার।’ (আয়াত নং-১৭৭)

‘নামাযের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।’ (আয়াত নং-২৩৮)

‘নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রভুর কাছে।’ (আয়াত নং-২৭৭)

সূরাহ আলে ইমরান : ‘যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন।’ (আয়াত নং-৩৯)

সূরাহ নিসা : ‘হে মুমিনেরা তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক তখন নামাযের ধারের কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ...।’ (আয়াত নং-৪৩)

‘তুমি কি সেসব লোককে দেখোনি যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তোমরা নিজেদের হাত সংযত রাখ, নামায কায়েম কর ও যাকাত দিতে থাক ?...।’ (আয়াত নং-৭৭)

‘যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে কোন গোনাহ নেই...।’ (আয়াত নং-১০১)

'যখন আপনি নামাযে দাঁড়ান তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে...।' (আয়াত নং-১০২)
'অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দাঁড়িয়ে, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর...।'
(আয়াত নং-১০৩)
'তারা (মুনাফিকরা) যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য...।' (আয়াত নং-১৪২)
'আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত প্রদানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে আস্থাশীল...।' (আয়াত নং-১৬২)

সূরাহ মায়িদাহ : 'হে মুমিনেরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন স্বীয় মুখম ল ও হাতদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত

কর...।' (আয়াত নং-৬) 'আল্লাহ বলে দিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি যদি তোমরা নামায কায়েম কর...।' (আয়াত নং-১২) 'যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনয়ী।' (আয়াত নং-৫৫) 'আর যখন নামাযের জন্য আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ তারা নির্বোধ।' (আয়াত নং-৫৮) 'শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে বিরত রাখতে...।' (আয়াত নং-৯১)
'যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে...।' (আয়াত নং-১০৬)

সূরাহ আনআম : 'তা এই যে, নামায কায়েম কর ও তাঁকে ভয় কর।' (আয়াত নং-৭২) 'যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এর প্রতি (কুরআন) বিশ্বাস করে ও স্বীয় নামাযের সংরক্ষণ করে।' (আয়াত নং-৯২) 'বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মরণ সবই বিশ্বপ্রভু আল্লাহরই জন্য।' (আয়াত নং-১৬২)

সূরাহ ‘আরাফ : ‘আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং নামায কায়েম করে, নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদের সওয়াব বিনষ্ট করি না।’ (আয়াত নং-১৭০)

সূরাহ আনফাল : ‘(প্রকৃত মু’মিন তারা) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।’ (আয়াত নং-০৩)
‘কাবার সামনে তাদের সলাত শিস দেয়া আর তালি দেয়া ছাড়া কিছুই ছিল না।’ (আয়াত নং-৩৫)

সূরাহ তাওবা : ‘তবে যদি তারা (মুশরিক) তাওবা করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।’ (আয়াত নং-০৫)
‘অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।’ (আয়াত নং-১১)
‘নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহের আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষদিনের প্রতি এবং নামায কায়েম করেছে ও যাকাত দিয়েছে আর আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।’ (আয়াত নং-১৮)

‘তারা (মুনাফিক) নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে।’ (আয়াত নং-৫৪)
‘(মু’মিন) নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।’ (আয়াত নং-৭১)

সূরাহ ইউনূস : ‘আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা ও তাঁর ভাইয়ের প্রতি, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে ঘর বানাও আর তোমাদের ঘরগুলো কিবলামুখী বানাবে, নামায কায়েম করবে। আর যারা ঈমানদার তাদের সুসংবাদ দিবে।’ (আয়াত নং-৮৭)

সূরাহ হূদ : ‘তারা বলল হে শুয়াইব, তোমার নামায কি তোমাকে এ শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদের ত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত?...।

(আয়াত নং-৮৭)‘আর দিনের দুপ্রান্তে নামায ঠিক রাখবে এবং রাতেরও প্রান্তভাগে।’ (আয়াত নং-১১৪)

সূরাহ রাদ : ‘এবং যারা স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে আর আমি যা তাদের রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে গোপন ও

প্রকাশ্যে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে তাদের জন্য রয়েছে পরকালের গৃহ।’ (আয়াত নং-২২)

সূরাহ ইবরাহীম : ‘বলুন, আমার বান্দাদেরকে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা নামায কায়েম করুক এবং আমার দেয়া রিযক হতে গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বেচাকেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই।’ (আয়াত নং-৩১) ‘হে আমার প্রভু! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমার প্রভু! যাতে তারা নামায কায়েম করে...।’ (আয়াত নং-৩৭) ‘হে প্রভু! আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে প্রভু! কবুল করুন আমাদের দু‘আ।’ (আয়াত নং-৪০)

সূরাহ ইসরা : ‘সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কুরআন পাঠও...।’ (আয়াত নং-৭৮)
‘আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চ এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।’ (আয়াত নং-১১০)

সূরাহ মারইয়াম : ‘আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায আদায় করতে ও যাকাত দিতে।’ (আয়াত নং-৩১)
‘তিনি তার পরিবারকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার প্রভুর কাছে পছন্দনীয়।’ (আয়াত নং-৫৫)
‘অতঃপর তাদের পরে আসলো অপদার্থ, তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল...।’ (আয়াত নং-৫৯)

সূরাহ ত্বহা : ‘আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম কর।’ (আয়াত নং-১৪)
‘(হে নবী) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ করুন এবং আপনি নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন।’ (আয়াত নং-১৩২)

সূরাহ আম্বিয়া : ‘আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তারা আমার নির্দেশে পথ প্রদর্শন করবে। আমি তাদের প্রতি ওহী করলাম সৎকর্ম করার, নামায কায়েম এবং যাকাত দেয়ার...।’ (আয়াত নং-৭৩)

সূরাহ হজ্জ : ‘যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয়, বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি তাদের যা রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।’ (আয়াত নং-৩৫)
‘তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রদান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ হতে বিরত রাখবে।’ (আয়াত নং-৪১)
‘অতএব তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর।’ (আয়াত নং-৭৮)

সূরাহ মুমিনূন : ‘যারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও নম্র। (আয়াত, ০২)
‘এবং যারা নামাযসমূহের খবর রাখে।’ (আয়াত নং-০৯)

সূরাহ নূর : ‘এমন লোকেরা যাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত দেয়া থেকে বিরত রাখে না...।’ (আয়াত নং-৩৭)
‘নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর।...’ (আয়াত, ৫৬)
‘হে মু’মিনেরা তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে...।’ (আয়াত নং-৫৮)

সূরাহ নামল : 'যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে।' (আয়াত নং-৩)

সূরাহ আনকাবূত : 'আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম রাখুন। ...' (আয়াত নং-৪৫)

সূরাহ রূম : 'সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' (আয়াত নং-৩১)

সূরাহ লুকমান : 'যারা সলাত কায়েম করে, যাকাত দেয় ও আখেরাত সম্পর্কে পুরো বিশ্বাস করে।' (আয়াত নং-০৪)
'হে বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজ এর আদেশ কর ও অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর।' (আয়াত নং-১৭)

সূরাহ আহযাব : 'তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।' (আয়াত নং-৩৩)

সূরাহ ফাতির : 'যারা তাদের প্রভুকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।...' (আয়াত নং-১৮)
'যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কোন লোকসান হবে না।' (আয়াত নং-২৯)

সূরাহ মুজাদালাহ : 'তখন তোমরা নামায কায়েম

কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।' (আয়াত নং-১৩)

সূরাহ জুমু‘আ : ‘হে বিশ্বাসীরা! জুমু‘আর দিন যখন তোমাদের নামাযের আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ত্বরা কর।’ (আয়াত নং-৯)
‘যখন নামায সমাপ্ত হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।’ (আয়াত নং-১০)

সূরাহ মা‘আরিজ : ‘তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায কায়েমকারী।’ (আয়াত নং-২২)
‘যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে।’ (আয়াত নং-২৩)
‘এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান।’ (আয়াত নং-৩৪)

সূরাহ মুয্যাম্মিল : ‘তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও ও আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।’ (আয়াত নং-২০)

সূরাহ মুদ্দাস্সির : ‘তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না।’ (আয়াত নং-৪৩)

সূরাহ কিয়ামাহ : ‘সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায আদায় করেনি।’ (আয়াত-৩১)

সূরাহ ‘আলা : ‘এবং তাঁর পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অতঃপর নামায কায়েম করে।’ (আয়াত নং-১৫)

সূরাহ ‘আলাক : ‘এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে।’ (আয়াত নং-১০)

সূরাহ বাইয়িনাহ : ‘তাদেরকে এছাড়া আর কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে এটাই সঠিক দ্বীন।’ (আয়াত নং-০৫)

সূরাহ মাউনল: ‘সেসব নামাযী ধ্বংস যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী।’ (আয়াত নং-৪-৫)

সূরাহ কাউসার : ‘আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন।’ (আয়াত নং-০২)‘তোমরা নামায

কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।’ (আয়াত নং-৩৩)

সূরাহ ফাতির: ‘যারা তাদের প্রভুকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।...’ (আয়াত নং-১৮)
‘যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কোন লোকসান হবে না।’ (আয়াত নং-২৯)

সূরাহ মুজাদালাহ: ‘তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।’ (আয়াত নং-১৩)

সূরাহ জুমু‘আ : ‘হে বিশ্বাসীরা! জুমু‘আর দিন যখন তোমাদের নামাযের আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ত্বরা কর।’ (আয়াত নং-৯)
‘যখন নামায সমাপ্ত হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।’ (আয়াত নং-১০)

সূরাহ মা‘আরিজ : ‘তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায

কায়েমকারী।’ (আয়াত নং-২২)
‘যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে।’ (আয়াত নং-২৩)
‘এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান।’ (আয়াত নং-৩৪)

সূরাহ মুয্যাম্মিল : ‘তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও ও আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।’ (আয়াত নং-২০)

সূরাহ মুদ্দাস্সির : ‘তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না।’ (আয়াত নং-৪৩)

সূরাহ কিয়ামাহ : ‘সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায আদায় করেনি।’ (আয়াত-৩১)

সূরাহ ‘আলা :‘এবং তাঁর পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অতঃপর নামায কায়েম করে।’ (আয়াত নং-১৫)

সূরাহ ‘আলাক : ‘এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে।’ (আয়াত নং-১০)

সূরাহ বাইয়িনাহ : ‘তাদেরকে এছাড়া আর কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দিবে এটাই সঠিক দ্বীন।’ (আয়াত নং-০৫)

সূরাহ মাউন : ‘সেসব নামাযী ধ্বংস যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী।’ (আয়াত নং-৪-৫)

সূরাহ কাউসার : ‘আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন।’ (আয়াত নং-০২)

এত বেশি সংখ্যায় আর কোনো ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। নামাজ সর্বকালীন ও সার্বজনীন ইবাদত।

🎗 পবিত্র কুরআনে নামাজের পাঁচটি অর্থ 🎗

পবিত্র কুরআনে 'সালাত' শব্দটি আল্লাহ তায়ালা একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আল্লামা বগবী

(রহঃ) লিখেছেন-" সালাত শব্দটি যখন আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কিত হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত,আর যখন ফেরেশতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তখন এর অর্থ হল মাগফিরাতের দোয়া।"

সালাত প্রসঙ্গে মুফতী আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী রহিমাহুল্লাহ তার তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীর নাঈমী'তে লিখেছেন যে -"মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সালাত শব্দটিকে পাঁচটি অর্থে ব্যবহার করেছেন--

১. দোয়া অর্থে: যেমন ওয়া সল্লি আলাইহিম(সূরা তাওবা,৯:১০৩) অর্থাৎ তাদের জন্য মঙ্গলের দোয়া করুন।

২.তা'রীফ বা প্রশংসা : যেমন ইউসল্লুনা আলান্নাবি'য়ী (সূরা আহযাব,৩৩:৫৬) অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ দুরুদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্য বক্তা নবীর প্রতি।

৩. পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত যেমন ওয়া লা তাজহার বি সলাতিক(সূরা বনী ইসরাইল,

১৭:১১০) অর্থাৎ আপন নামাজ উচ্চস্বরে পড়ো না।

৪. রহমত: যেমন সলাওয়াতুম মির রব্বিহিম।(সূরা বাকারা,২:১৫৭) অর্থাৎ যাদের উপর তাদের রবের দুরুদ সমূহ অর্থাৎ রহমত।

৫. নামাজ : যেমন আকিমুস স্বলাহ (সূরা বাকারা,২:৪৩) অর্থাৎ নামাজ কায়েম কর।

সত্য হল এই যে, নামাজের মধ্যে প্রথমোক্ত চারটি বিষয়ও সম্পৃক্ত।এতে মহান রবের দোয়াও, তার প্রশংসাও, তিলাওয়াতে কুরআনও, কুরআন তিলাওয়াতকারী উপর রহমত ও রয়েছে।এখানে এই আয়াতের মধ্যে সালাত এর অর্থ হল নামাজ।"

উম্মতে মোহাম্মদীর উপর কখন নামায পড়ার আদেশ হয়

হযরত আদম (আঃ)থেকে শুরু করে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত দুনিয়াতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল ও তার উম্মতের উপর নামাজ পড়ার আদেশ ছিল। হযরত আবু নাসের আল হুসাইন (রহঃ) বলেন আল্লাহ তায়ালা কোন যুগকেই শরীয়ত মুক্ত

রাখেননি।আর কোন শরীয়ত সালাতমুক্ত ছিল না। ফলে সকল যুগে সকল নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতগণ তাদের নির্ধারিত নিয়ম-রীতিতে নামায পড়তেন। তবে তাদের কারো কারো নামাজ আমাদের থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। আমরা যে নামায আদায় করি সেটা মি'রাজ এর রাতে উম্মতে মোহাম্মদীর উপর আদায় করার আদেশ হয়। হাদিসের গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় মিরাজের রাতে হযরত জিবরাঈল(আঃ)রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে দুনিয়া থেকে একে একে প্রথম আকাশ থেকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যান।অতঃপর একটি সমতল স্থানে নিয়ে যান যেখানে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কলমের লেখার শব্দ পান। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সাথে দীর্ঘ আলাপ হয়।সেখানেই আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদী এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার আদেশ দেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ৫০ ওয়াক্ত নামাজের আদেশ নিয়ে যখন ফিরে আসছিলেন তখন হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে সময় আল্লাহ প্রদত্ত নামাজ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে কয়েকবার কথোপকথন হয়। হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের ঘটনা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)কতৃক বর্ণিত হাদিসে পাওয়া যায়। হযরত আনাস মালিক (রাঃ) সুত্রে জানার সূত্রে নামাজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেন---------

তখন মুসা(আঃ) বললেনঃ আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কী ফরজ করেছেন? আমি বললামঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। তিনি বললেনঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান,কারণ আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহপাক কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে আবার গেলাম আর বললামঃকিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান,কারণ আপনার উম্মত এত আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হল। আবার মুসা (আঃ) এর কাছে গেলাম,এবারও তিনি বললেন আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান,

কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম

হবে না। তখন আমি আবার গেলাম, তখন আল্লাহ বললেন, এই পাঁচ ওয়াক্ত (সওয়াবের দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (গণ্য হবে)। আমার কথার কোন পরিবর্তন নেই। আমি আবার হযরত মুসা (আঃ)এর কাছে আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেনঃ আপনার রবের কাছে আবার যান। আমি বললামঃ

আমার রবের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি।

হযরত মুসা (আঃ) এর অনুরোধ সত্বেও এরপর রাসুল (সাঃ) আল্লাহর কাছে আর যাননি, ফলে সেদিন থেকে আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার আদেশ হয়েছে, যা সঠিকভাবে আমল করলে আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের সওয়াব দেওয়ার ওয়াদা করেছেন।

৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময়,শক্তি,যোগ্যতা ও সামর্থ্য দিয়েই আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।এ ধারণা ও বিশ্বাস যার অন্তরে জাগ্রত থাকবে, মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা তার পক্ষে মোটেই কোন কঠিন ও কষ্টকর বলে মনে হবে না :বরং সে মনে করবে আমাকে তো আরো অধিক সংখ্যক সালাতের

যোগ্য মনে করা হয়েছিল। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যদি তার পূর্ব নির্দেশ শিথিল না করতেন তবে প্রতিদিন ৫০ ওয়াক্ত সালাতই আমাকে আদায় করতে হতো। কিন্তু আল্লাহ পাক তার দুর্বল বান্দাদের উপর দয়া ও করুণার চরম প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং

পাঁচ ওয়াক্তকেই ৫০ ওয়াক্তের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন। মানুষের মনোবলকে আরো সবল,উৎসাহকে আরো উজ্জীবিত করে তোলার ক্ষেত্রে মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ পাকের সেই নির্দেশটির সুগভীর প্রভাব অনস্বীকার্য।

✍ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ ✍

মিরাজের পর থেকে আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীর সকল সাবালক নারী-পুরুষের জন্য প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার আদেশ করেছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখনই কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম নামাজের তাগিদ দিয়েছেন।ইসলামের দাওয়াত প্রসঙ্গে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন---

মু'আয (রাঃ)বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)আমাকে ইয়ামেনের প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বললেন,তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে একথার আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে জানিয়ে দেবে,দিনে এবং রাতে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।যদি তা যদি তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে,আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন।

এভাবেই রাসূলুল্লাহ সকলকে নামাজ পড়ার দাওয়াত দিতেন। তবে এ নামাজ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে হবে।এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে 'সূরা নিসা 'তে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

সূরা নিসা,৪:১০৩

সূরা নিসা'র উক্ত আয়াতের ভাবার্থ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন--- "নিশ্চয়ই প্রত্যেক সালাতের সুনির্দিষ্ট ওয়াক্ত বা সময় রয়েছে, যেমন নির্ধারিত সময় রয়েছে হজ্জের। "

সঠিক সময়ে নামাজ আদায়ের আরও একটি জরুরি হাদিস উল্লেখ করতে চাই।হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রশ্ন করেন,

হে আল্লাহর নবী! কোন আমল জান্নাতের অধিক নিকটবর্তী করে? তিনি বললেনঃ নামাজ তার সঠিক সময়ে আদায় করা।

মুসলিম শরীফ,১/১১৫

এ সম্পর্কে হযরত আতিয়্যা আল উফী (রাঃ) এর মত হল---- সালাত নির্দিষ্ট সময়ে ইদায় করা ফরয করা হয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তায়ালা নামাজকে শুধু ফরজই করেননি, নির্দিষ্ট সময়েও পড়তে বলেছেন।

ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত নামাজ

ইবাদত সমূহের মধ্যে নামাজ হচ্ছে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম ইবাদত।এই সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন----- তোমাদের আমল (ইবাদত) সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল নামাজ।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি হাদিস উল্লেখ করতে চাই যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত---- একবার জৈনক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বললেন, সালাত।

সে বলল এরপর কোনটি? তিনি (সাঃ) বললেনঃ তারপরও সালাত। সে বলল তারপর কোনটি? তিনি (সাঃ) বললেনঃ তারপরও সালাত।এভাবে তিন বার বললেন সে বলল তারপর কোনটি? তিনি (সাঃ)বললেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করতে চাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশ্ন করেন,আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন------সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা

মুসলিম শরিফ ১/১৫৬

সালাতের গুরুত্ব

নবী-রাসূলগণের কাছে সালাতের গুরুত্বঃ

ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, হযরত (আঃ) আদম থেকে শুরু করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক দুনিয়াতে প্রেরিত সকল নবী রাসূল ও তার উম্মতদের নামাজ পড়ার আদেশ ছিল। কিন্তু সকল শরীয়তের নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত এগুলো একইভাবে ছিল না। শুধু নামাজই ব্যতিক্রম, যা সকল নবী- রাসূলের উপর আমল করা ফরজ ছিল। এ থেকেই আল্লাহর কাছে, নবী-রাসূলগণের নামাজের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ

দুনিয়া হোক বা আখেরাত যে কোনো সুখ, শান্তি, সফলতা ও স্বস্তি লাভে সবরের প্রয়োজনীয়তা অনেক। বিপদাপদে যেমন সবরের

প্রয়োজন, তেমনি সৎকাজ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্যও সবরের দরকার। তাই কুরআনে সবরের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিছু আয়াতে সবরের পাশাপাশি নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। -সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

এখানে আল্লাহ সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় এ দুই বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য নসীব হয়।

পরিবারকে নামাযের নির্দেশদানের তাকিদ

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এর শিক্ষা ব্যক্তি

থেকে নিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সকলের কর্তব্য একে নিজ জীবনে ধারণ করা এবং অন্যকে এর প্রতি আহ্বান করা। এটা ইসলামের সাধারণ নির্দেশ। কুরআনে আমরা দেখি, পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশদানের জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা নবীজীকে লক্ষ করে বলেন-

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

তুমি নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। আমিই তো তোমাকে রিযিক দেই। আর শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্য। -সূরা ত্বহা (২০) : ১৩২

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রিয় নবী ছিলেন। কুরআনে একাধিক জায়গায় তাঁর আলোচনা রয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ .

সে নিজ পরিবারকে নামায ও যাকাতের আদেশ করত। -সূরা মারইয়াম (১৯) : ৫৫

লোকমান হাকীম খ্যাতনামা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে মূল্যবান নসীহত করেছিলেন। কুরআনে তাঁর নামে একটি সূরা রয়েছে। সেখানে তাঁর কিছু নসীহত উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭ নং আয়াতে উল্লেখিত নসীহতগুলি হল-

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُ مُوْرِ.

হে আমার বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে মসিবত আসে তাতে সবর কর। নিশ্চয় এ বড় হিম্মতের কাজ। -সূরা লোকমান (৩১) : ১৭

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, নিজে

যেমন নামায পড়তে হবে, তেমনি পরিবার-পরিজন যেন নামায পড়ে সে ব্যাপারেও সচেষ্ট হতে হবে। প্রথম আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, জীবিকার ব্যস্ততায় নামায থেকে গাফেল হওয়া যাবে না। আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা নামাযের আদেশ করার পাশাপাশি এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, আমিই রিযিক দেই। এর মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুত এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, আমার হুকুম-আহকাম পালন করে আমার কাছে সাহায্য ও রিযিক প্রার্থনা কর। রোজগারের ফিকিরে আমার হুকুম থেকে উদাসীন হয়ো না।

প্রয়োজনে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার আদেশ

নামাযের জন্য ওযু ফরয। আর ওযুর জন্য পানি আবশ্যক। কিন্তু কখনো এমন হয় যে, কাছে-ধারে পানি নেই বা থাকলেও অসুস্থতার কারণে ব্যবহার করা যায় না। এরকম পরিস্থিতিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّ نَ الْغَآىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ.

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠ তখন তোমাদের মুখম-ল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধোও এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধোও)। আর যদি তোমরা জানাবত অবস্থায় থাক তবে উত্তমরূপে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীসহবাস কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখম-ল ও হাত মাসেহ কর। -সূরা মায়েদা (৫) : ৬

এখানে আল্লাহ তাআলা ওযুর বিকল্প ব্যবস্থা দান করেছেন। তা হল তায়াম্মুম। যদি ওযু করার জন্য পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি আছে কিন্তু অসুস্থতার কারণে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তাহলে

মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে। আর মাটি (বা মাটি জাতীয় বস্তু) পাওয়া যায় না এমন স্থান বিরল। তার মানে নামাযে অবহেলার সুযোগ নেই; বরং সময়মত নামায আদায় করতে হবে। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, সফরেও যথাসময়ে নামায আদায়ে সচেষ্ট হওয়া চাই।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُ
وْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ اِنَّ اللهَ غَفُ
وْرٌ رَّحِيْمٌ.

তিনি (আল্লাহ) জানেন তোমাদের কতক অসুস্থ হবে, আর কিছু সংখ্যক (এমন থাকবে) যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করবে এবং কিছু লোক থাকবে, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত থাকবে। সুতরাং কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয় ততটুকুই পড় আর নামায কায়েম কর, যাকাত

আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা যাই সৎকর্ম নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তা উত্তম অবস্থায় এবং অধিক সওয়াবে পাবে। তোমরা আল্লাহর

কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা মুযযাম্মিল (৭৩) : ২০

এখানে অসুস্থ, মুসাফির ও জিহাদরত ব্যক্তিকে নামায আদায়ের হুকুম করা হয়েছে। তবে সফর, জিহাদ ও অসুস্থতার ওজরের কারণে নামাযে কেরাত যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা যথাসময়ে আদায় করতে হবে। যত কঠিন অবস্থায়ই আসুক নামায ছাড়া যাবে না। এখানে যে অবস্থাগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলোই কঠিন। কঠিন হওয়ার কারণেই কেরাতের বিষয়টি সহজ করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরয। -সূরা নিসা (৪) : ১০৩

নামাযকে আল্লাহর জন্য নিবেদনের নির্দেশ

যে কোনো কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য করা চাই। আল্লাহর জন্য করলে আল্লাহ খুশি হন এবং বান্দাকে দুই হাত ভরে প্রতিদান দেন।

আল্লাহ তাআলা নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই আদেশ করা হয়েছে এবং আমিই প্রথম আনুগত্যকারী। -সূরা আনআম (৬) : ১৬২-১৬৩

এখানে নবীজীকে নিজের নামায, কুরবানী ও

জীবন-মরণ আল্লাহর জন্য নিবেদন করার আদেশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুত তাঁর বান্দাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা যেন তাদের সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য করে।

লক্ষণীয় হল এখানে সবার আগে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় নামায বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ।

নামায মুত্তাকীদের গুণ

যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তাকে মুত্তাকী বলে। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীগণ সবচেয়ে সম্মানিত। কুরআন মুত্তাকীদের একটি গুণ এই উল্লেখ করেছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

الٓمّٓ، ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُ
مْ يُنْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدً
ى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই; এ মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত- যারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। -সূরা বাকারা (২) : ১-৫

এখানে মুত্তাকীদের ৬টি গুণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম গুণ হল তারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে। দ্বিতীয় গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈমানের পরই নামাযের স্থান এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামায আবশ্যক।

নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য

যে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর ও অনুগ্রহের আমল করে

তাকে মুহসিন বলা হয় (মুহসিন শব্দের বহুবচন মুহসিনূন)। আল্লাহ মুহসিনীনকে ভালবাসেন। কুরআনে তিনি তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করেছেন যে, তারা নামায আদায় করে।

আল্লাহ বলেন-

الٓمّٓ، تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ، هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ،الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُ
مْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ،اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত; যা হেদায়েত ও রহমত মুহসিনীনের জন্য, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। -সূরা লুকমান (৩১) : ১-৫

এখানে মুহসিনীনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায আদায় করে। এটা নির্দেশ করে, নামায খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং মুহসিনীনের

দলভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এর বড় ভূমিকা রয়েছে।

নামায মুখবিতীনের গুণ

যে আল্লাহর সামনে বিনীত, আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং আল্লাহর ব্যাপারে প্রশান্তচিত্ত তাকে মুখবিত বলে (মুখবিত শব্দের বহুবচন মুখবিতূন)। এরা আল্লাহর একান্ত আপন। কুরআনে তাদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

আর সুসংবাদ দাও মুখবিতীনকে, যাদের অন্তর আল্লাহকে স্মরণ করা হলে ভীত হয়, যারা তাদের উপর আপতিত বিপদে সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। -সূরা হজ¦ (২২) : ৩৪-৩৫

এ আয়াতে মুখবিতীনের ৪টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা যায়, নামায মহিমান্বিত আমল এবং মুখবিতীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এর বিরাট অবদান রয়েছে।

কুরআন আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং একে দৃঢ়ভাবে ধরার কথা বলেছেন। এক আয়াতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের কথাও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ.

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে ও নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। -সূরা আরাফ (৭) : ১৭০

কুরআনকে মজবুতভাবে ধরার সাথেই নামাযের কথা এসেছে। কেননা নামায কুরআনের অন্যতম সুস্পষ্ট বিধান। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর অধিক গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, নামায আদায় করা কুরআনকে ধারণের অংশ। নামায ছাড়া কুরআন আঁকড়ে ধরা অপূর্ণ।

নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

কুরআনে বহু জায়গায় ঈমান ও নেক আমলের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এক স্থানে নেক আমলের সঙ্গে নামাযের কথাও বলা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْ
فٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আপন রবের কাছে তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কোনো

দুঃখও পাবে না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৭

নেক আমলের ভেতর নামায রয়েছে। তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে নামাযের কথা বলা ইঙ্গিত করে, নামায সমস্ত নেক আমলের শীর্ষে।

তওবার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল জাযিরাতুল আরব থেকে মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ করা, যাতে সেখানে কোথাও মূর্তিপূজার চিহ্নমাত্র না থাকে। এজন্য আরবের যেসকল মূর্তিপূজক অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে এর ভেতর তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। অন্যথায় তাদের জাযিরাতুল আরব ছাড়তে হবে, নয়তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে।

আল্লাহ বলেন-

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَ

فُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অতঃপর যখন সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করবে। তাদের পাকড়াও করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ওঁৎ পাতার স্থানে তাদের জন্য বসে থাকবে। তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা তাওবা (৯) : ৫

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ .

তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। -সূরা তাওবা (৯) : **১১**

আয়াতদুটিতে মুশরিকরা নিরাপদে থাকা এবং মুসলিমদের দ্বীনী ভাই গণ্য হওয়ার জন্য শিরিক

থেকে তওবা করার সঙ্গে নামায ও যাকাত আদায়ের শর্তারোপ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমেয় নামায ও যাকাত কত গুরুত্বপূর্ণ!

নামাযের প্রতিবন্ধককে নিষিদ্ধ করা

আল্লাহ তাআলা সূরা মায়েদায় মদ ও জুয়াকে পরিষ্কারভাবে হারাম করেছেন। পাশাপাশি এগুলোর কিছু ক্ষতিকর দিকও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

শয়তান তো চায় মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে। সুতরাং তোমরা কি (ওসব জিনিস থেকে) নিবৃত্ত হবে? -সূরা মায়েদা (৫) : ৯১

এখানে মদ ও জুয়ার একটি ক্ষতিকর দিক এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা মানুষকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর যিকিরের মধ্যে নামায অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর বিশেষ গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, এমন কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যা নামাযের পথে অন্তরায় হয়।

বংশধরের নামাযী হওয়ার জন্য ইবরাহীম আ.-এর দুআ

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলীল ছিলেন। কুরআনে বহু স্থানে তাঁর আলোচনা এসেছে। তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরাও রয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, আল্লাহর কাছে তিনি এ দুআ করেছেন-

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্য

থেকেও। হে আমাদের রব! আর তুমি আমার দুআ কবুল কর। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সপরিবারে শামে বসবাস করতেন। একসময় স্ত্রী হাজার (হাজেরা শব্দটি ভুল) ও শিশু পুত্র ইসমাঈলকে শাম থেকে মক্কায় নিয়ে আসলেন এবং কাবা ঘরের কাছে রেখে গেলেন। অথচ মক্কায় তখন না জনবসতি ছিল, না জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কেন সেখানে রেখে গেলেন- কুরআনের ভাষায় শুনুন-

رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ.

হে আমাদের রব! আমি আমার কতিপয় সন্তানকে তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যহীন উপত্যকায় (এনে) বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের রব! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং তাদেরকে ফলমূল থেকে রিযিক দান কর, হয়তো তারা শোকর করবে। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৭

আল্লাহ কুরআনে তাঁর খলীলের এই দুআ উল্লেখ করে মূলত নিজ বান্দাদের উৎসাহিত করছেন তারা যেন নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের নামাযের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়, আল্লাহর কাছে দুআ করে। তাদের জন্য সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করে, যেখানে তারা নামায কায়েম করতে পারবে, দ্বীনের উপর সুন্দরভাবে চলতে পারবে।

যারা নামায থেকে গাফেল নয় আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন মূলত আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের জন্য। সেইসঙ্গে দুনিয়াতে স্বাভাবিক চলার মত উপায়-উপকরণ সংগ্রহের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। তবে সতর্ক থাকতে হবে দুনিয়ার উপকরণ যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়।

কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ এমন আছেন, যারা আল্লাহর এ নির্দেশনা অনুযায়ী চলেন। কুরআনে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ،رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ.

সেই ঘরসমূহে, যেগুলোকে সমুন্নত করতে ও যেখানে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে- এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল করে না। -সূরা নূর (২৪) : ৩৬-৩৭

এখানে আল্লাহ তাঁর ওই বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর হেদায়েতের নূর অর্জন করেছে। তারা মসজিদ ও ইবাদতখানায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। তাঁর যিকির করে। তাঁর ইবাদত করে। তাঁর হুকুম অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বেচাকেনাও করে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর স্মরণ, নামায ও

যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল হয়ে যায় না।

আল্লাহর স্মরণের মধ্যে নামাযের কথা এসে গেছে। তারপরও ভিন্নভাবে নামাযের কথা উল্লেখ করা- এর বিশেষ গুরুত্ব বুঝায়। এটা আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, নামায থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

নামায মুহাজিরদের অনন্য বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা কুরআনে মুহাজির সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন। এক আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

(তারা এমন যে) আমি যদি তাদেরকে যমিনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। -সূরা হজ¦ (২২) : ৪১

দুনিয়াদার লোকদের ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায়, তারা নির্যাতিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন হলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে পড়ে। ক্ষমতা দানকারী আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু মুহাজির সাহাবীগণ এমন নন; বরং তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহ যদি তাঁদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেন, তবে তাঁরা নামায কায়েম করবেন। যাকাত প্রদান করবেন। সৎকাজের আদেশ করবেন। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন। অর্থাৎ রাজত্ব পেয়ে তাঁরা আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যাবেন না। বরং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলবেন, দ্বীন চর্চা করবেন।

লক্ষণীয় হল, এখানে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নামায সাহাবীদের বিশেষ গুণ

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি অনেক। কুরআনে তাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এক

আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেছেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ .

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, পরস্পরের প্রতি সদয়। তুমি তাদেরকে দেখবে রুকু ও সেজদারত অবস্থায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে। তাদের পরিচয় তাদের চেহারায় (পরিস্ফুট) সেজদার প্রভাবে। -সূরা ফাতহ (৪৮) : ২৯

এখানে সাহাবীদের তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণ হল তারা অধিক পরিমাণ রুকু-সেজদা করে তথা নামায পড়ে। তারা এত বেশি নামাযে মগ্ন থাকে যে, তুমি চাইলেই তাদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পারবে।

সাহাবীদের সম্পর্কে এখানে আরো বলা

হয়েছে, তাদের পরিচয় তাদের চেহারায় (পরিস্ফুট) সেজদার প্রভাবে। অর্থাৎ অধিক পরিমাণ রুকু-সেজদা ও নামাযের ফলে তাঁদের চেহারায় বিশেষ ধরনের নূর, জ্যোতি ও উজ্জ্বলতা বিরাজ করে। আল্লাহর ভয়, খুশূ-খুযূ ও ইখলাসের আভা যেন ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে তাঁদের বহিরঙ্গকে উদ্ভাসিত করে।

নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ

দুনিয়া হোক বা আখেরাত যে কোনো সুখ, শান্তি, সফলতা ও স্বস্তি লাভে সবরের প্রয়োজনীয়তা অনেক। বিপদাপদে যেমন সবরের প্রয়োজন, তেমনি সৎকাজ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্যও সবরের দরকার। তাই কুরআনে সবরের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিছু আয়াতে সবরের পাশাপাশি নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। -সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

এখানে আল্লাহ সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় এ দুই বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য নসীব হয়।

পরিবারকে নামাযের নির্দেশদানের তাকিদ

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এর শিক্ষা ব্যক্তি থেকে নিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সকলের কর্তব্য একে নিজ জীবনে ধারণ করা এবং অন্যকে এর প্রতি আহ্বান করা। এটা ইসলামের সাধারণ নির্দেশ। কুরআনে আমরা দেখি, পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশদানের জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা নবীজীকে লক্ষ করে বলেন-

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُ

قُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

তুমি নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। আমিই তো তোমাকে রিযিক দেই। আর শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্য। -সূরা ত্বহা (২০) : ১৩২

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রিয় নবী ছিলেন। কুরআনে একাধিক জায়গায় তাঁর আলোচনা রয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ.

সে নিজ পরিবারকে নামায ও যাকাতের আদেশ করত। -সূরা মারইয়াম (১৯) : ৫৫

লোকমান হাকীম খ্যাতনামা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে মূল্যবান নসীহত করেছিলেন। কুরআনে তাঁর নামে একটি সূরা রয়েছে। সেখানে তাঁর কিছু নসীহত উল্লেখ করা

হয়েছে। ১৭ নং আয়াতে উল্লেখিত নসীহতগুলি হল-

يٰبُنَیَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُ
مُوْرِ.

হে আমার বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে মসিবত আসে তাতে সবর কর। নিশ্চয় এ বড় হিম্মতের কাজ। -সূরা লোকমান (৩১) : ১৭

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, নিজে যেমন নামায পড়তে হবে, তেমনি পরিবার-পরিজন যেন নামায পড়ে সে ব্যাপারেও সচেষ্ট হতে হবে। প্রথম আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, জীবিকার ব্যস্ততায় নামায থেকে গাফেল হওয়া যাবে না। আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা নামাযের আদেশ করার পাশাপাশি এ বিষয়টিও পরিষ্কার

করে দিয়েছেন যে, আমিই রিযিক দেই। এর মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুত এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, আমার হুকুম-আহকাম পালন করে আমার

কাছে সাহায্য ও রিযিক প্রার্থনা কর। রোজগারের ফিকিরে আমার হুকুম থেকে উদাসীন হয়ো না।

প্রয়োজনে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার আদেশ

নামাযের জন্য ওযু ফরয। আর ওযুর জন্য পানি আবশ্যক। কিন্তু কখনো এমন হয় যে, কাছে-ধারে পানি নেই বা থাকলেও অসুস্থতার কারণে ব্যবহার করা যায় না। এরকম পরিস্থিতিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ.

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠ তখন তোমাদের মুখম-ল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধোও

এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধোও)। আর যদি তোমরা জানাবত অবস্থায় থাক তবে উত্তমরূপে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীসহবাস কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখম-ল ও হাত মাসেহ কর। -সূরা মায়েদা (৫) : ৬

এখানে আল্লাহ তাআলা ওযুর বিকল্প ব্যবস্থা দান করেছেন। তা হল তায়াম্মুম। যদি ওযু করার জন্য পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি আছে কিন্তু অসুস্থতার কারণে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তাহলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে। আর মাটি (বা

মাটি জাতীয় বস্তু) পাওয়া যায় না এমন স্থান বিরল। তার মানে নামাযে অবহেলার সুযোগ নেই; বরং সময়মত নামায আদায় করতে হবে। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, সফরেও যথাসময়ে নামায আদায়ে সচেষ্ট হওয়া চাই।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُ
وْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ اِنَّ اللهَ غَفُ
وْرٌ رَّحِيْمٌ.

তিনি (আল্লাহ) জানেন তোমাদের কতক অসুস্থ হবে, আর কিছু সংখ্যক (এমন থাকবে) যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করবে এবং কিছু লোক থাকবে, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত থাকবে। সুতরাং কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয় ততটুকুই পড় আর নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা যাই সৎকর্ম নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তা উত্তম অবস্থায় এবং অধিক সওয়াবে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা মুযযাম্মিল (৭৩) : ২০

এখানে অসুস্থ, মুসাফির ও জিহাদরত ব্যক্তিকে নামায আদায়ের হুকুম করা হয়েছে। তবে সফর, জিহাদ ও অসুস্থতার ওজরের কারণে

নামাযে কেরাত যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা যথাসময়ে আদায় করতে হবে। যত কঠিন অবস্থায়ই আসুক নামায ছাড়া যাবে না। এখানে যে অবস্থাগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলোই কঠিন। কঠিন হওয়ার কারণেই কেরাতের বিষয়টি সহজ করা হয়েছে।
অন্য আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরয। -সূরা নিসা (৪) : ১০

নামাযকে আল্লাহর জন্য নিবেদনের নির্দেশ

যে কোনো কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য করা চাই। আল্লাহর জন্য করলে আল্লাহ খুশি হন এবং বান্দাকে দুই হাত ভরে প্রতিদান দেন।

আল্লাহ তাআলা নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই আদেশ করা হয়েছে এবং আমিই প্রথম আনুগত্যকারী। -সূরা আনআম (৬) : ১৬২-১৬৩

এখানে নবীজীকে নিজের নামায, কুরবানী ও জীবন-মরণ আল্লাহর জন্য নিবেদন করার আদেশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুত তাঁর বান্দাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা যেন তাদের সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য করে।

লক্ষণীয় হল এখানে সবার আগে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় নামায বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ।

নামায মুত্তাকীদের গুণ

যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তাকে মুত্তাকী বলে। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীগণ সবচেয়ে সম্মানিত। কুরআন মুত্তাকীদের একটি গুণ এই উল্লেখ করেছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

الٓمّٓ، ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই; এ মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত- যারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের

রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। -সূরা বাকারা (২) : ১-৫

এখানে মুত্তাকীদের ৬টি গুণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম গুণ হল তারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে। দ্বিতীয় গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈমানের পরই নামাযের স্থান এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামায আবশ্যক।

নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য

যে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর ও অনুগ্রহের আমল করে তাকে মুহসিন বলা হয় (মুহসিন শব্দের বহুবচন মুহসিনূন)। আল্লাহ মুহসিনীনকে ভালবাসেন। কুরআনে তিনি তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করেছেন যে, তারা নামায আদায় করে।

আল্লাহ বলেন-

الٓمّٓ، تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ، هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ،الَّذِيْ

نَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ،اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِ
كَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত; যা হেদায়েত ও রহমত মুহসিনীনের জন্য, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। -সূরা লুকমান (৩১) : ১-৫

এখানে মুহসিনীনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায আদায় করে। এটা নির্দেশ করে, নামায খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং মুহসিনীনের দলভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এর বড় ভূমিকা রয়েছে।

নামায মুখবিতীনের গুণ

যে আল্লাহর সামনে বিনীত, আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং আল্লাহর ব্যাপারে প্রশান্তচিত্ত তাকে মুখবিত বলে (মুখবিত শব্দের বহুবচন মুখবিতূন)। এরা আল্লাহর একান্ত আপন। কুরআনে তাদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

আর সুসংবাদ দাও মুখবিতীনকে, যাদের অন্তর আল্লাহকে স্মরণ করা হলে ভীত হয়, যারা তাদের উপর আপতিত বিপদে সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। -সূরা হজ¦ (২২) : ৩৪-৩৫

এ আয়াতে মুখবিতীনের ৪টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা যায়, নামায মহিমান্বিত আমল এবং মুখবিতীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এর বিরাট অবদান রয়েছে।

কুরআন আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কুরআনের

প্রতি ঈমান আনা এবং একে দৃঢ়ভাবে ধরার কথা বলেছেন। এক আয়াতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের কথাও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ.

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে ও নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। -সূরা আরাফ (৭) : ১৭০

কুরআনকে মজবুতভাবে ধরার সাথেই নামাযের কথা এসেছে। কেননা নামায কুরআনের অন্যতম সুস্পষ্ট বিধান। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর

অধিক গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, নামায আদায় করা কুরআনকে ধারণের অংশ। নামায ছাড়া কুরআন আঁকড়ে ধরা অপূর্ণ।

নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

কুরআনে বহু জায়গায় ঈমান ও নেক আমলের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এক স্থানে নেক আমলের সঙ্গে নামাযের কথাও বলা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْ
فٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আপন রবের কাছে তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কোনো দুঃখও পাবে না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৭

নেক আমলের ভেতর নামায রয়েছে। তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে নামাযের কথা বলা ইঙ্গিত করে, নামায সমস্ত নেক আমলের শীর্ষে।

তওবার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল জাযিরাতুল

আরব থেকে মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ করা, যাতে সেখানে কোথাও মূর্তিপূজার চিহ্নমাত্র না থাকে। এজন্য আরবের যেসকল মূর্তিপূজক অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে এর ভেতর তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। অন্যথায় তাদের জাযিরাতুল আরব ছাড়তে হবে, নয়তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে।

আল্লাহ বলেন-

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অতঃপর যখন সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করবে। তাদের পাকড়াও করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ওঁৎ পাতার স্থানে তাদের জন্য বসে থাকবে। তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা তাওবা (৯) : ৫

সামনে গিয়ে বলেছেন-

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ .

তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। -সূরা তাওবা (৯) : **১১**

আয়াতদুটিতে মুশরিকরা নিরাপদে থাকা এবং মুসলিমদের দ্বীনী ভাই গণ্য হওয়ার জন্য শিরিক থেকে তওবা করার সঙ্গে নামায ও যাকাত আদায়ের শর্তারোপ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমেয় নামায ও যাকাত কত গুরুত্বপূর্ণ!

নামাযের প্রতিবন্ধককে নিষিদ্ধ করা

আল্লাহ তাআলা সূরা মায়েদায় মদ ও জুয়াকে পরিষ্কারভাবে হারাম করেছেন। পাশাপাশি এগুলোর কিছু ক্ষতিকর দিকও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

শয়তান তো চায় মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে। সুতরাং তোমরা কি (ওসব জিনিস থেকে) নিবৃত্ত হবে? -সূরা মায়েদা (৫) : ৯১

এখানে মদ ও জুয়ার একটি ক্ষতিকর দিক এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা মানুষকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর যিকিরের মধ্যে নামায অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর বিশেষ গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, এমন কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যা নামাযের পথে অন্তরায় হয়।

বংশধরের নামাযী হওয়ার জন্য ইবরাহীম আ.-এর দুআ

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলীল ছিলেন। কুরআনে বহু স্থানে তাঁর আলোচনা এসেছে। তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরাও রয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, আল্লাহর কাছে তিনি এ দুআ করেছেন-

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আর তুমি আমার দুআ কবুল কর। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সপরিবারে শামে বসবাস করতেন। একসময় স্ত্রী হাজার (হাজেরা শব্দটি ভুল) ও শিশু পুত্র ইসমাঈলকে শাম থেকে মক্কায় নিয়ে আসলেন এবং কাবা ঘরের কাছে রেখে গেলেন। অথচ মক্কায় তখন না জনবসতি ছিল, না জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কেন সেখানে রেখে

গেলেন- কুরআনের ভাষায় শুনুন-

رَبَّنَآ اِنِّیۡٓ اَسۡكَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِكَ الۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَ
فۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَهۡوِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ وَارۡزُقۡهُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمۡ یَشۡكُرُوۡنَ.

হে আমাদের রব! আমি আমার কতিপয় সন্তানকে তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যহীন উপত্যকায় (এনে) বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের রব! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং তাদেরকে ফলমূল থেকে রিযিক দান কর, হয়তো তারা শোকর করবে। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৭

আল্লাহ কুরআনে তাঁর খলীলের এই দুআ উল্লেখ করে মূলত নিজ বান্দাদের উৎসাহিত করছেন তারা যেন নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের নামাযের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়, আল্লাহর কাছে দুআ করে। তাদের জন্য সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করে, যেখানে তারা নামায কায়েম করতে পারবে, দ্বীনের উপর সুন্দরভাবে চলতে পারবে।

যারা নামায থেকে গাফেল নয় আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন মূলত আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের জন্য। সেইসঙ্গে দুনিয়াতে স্বাভাবিক চলার মত উপায়-উপকরণ সংগ্রহের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। তবে সতর্ক থাকতে হবে দুনিয়ার উপকরণ যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়।

কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ এমন আছেন, যারা আল্লাহর এ নির্দেশনা অনুযায়ী চলেন। কুরআনে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

فِیْ بُیُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ یُسَبِّحُ لَهٗ فِیْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ،رِجَالٌ لَّا تُلْهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِیْتَآءِ الزَّكٰوةِ.

সেই ঘরসমূহে, যেগুলোকে সমুন্নত করতে ও যেখানে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আল্লাহ নির্দেশ

দিয়েছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে- এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল করে না। -সূরা নূর (২৪) : ৩৬-৩৭

এখানে আল্লাহ তাঁর ওই বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর হেদায়েতের নূর অর্জন করেছে। তারা মসজিদ ও ইবাদতখানায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। তাঁর যিকির করে। তাঁর ইবাদত করে। তাঁর হুকুম অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বেচাকেনাও করে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর স্মরণ, নামায ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল হয়ে যায় না।

আল্লাহর স্মরণের মধ্যে নামাযের কথা এসে গেছে। তারপরও ভিন্নভাবে নামাযের কথা উল্লেখ করা- এর বিশেষ গুরুত্ব বুঝায়। এটা আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, নামায থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

নামায মুহাজিরদের অনন্য বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা কুরআনে মুহাজির সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন। এক আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

(তারা এমন যে) আমি যদি তাদেরকে যমিনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। -সূরা হজ¦ (২২) : ৪১

দুনিয়াদার লোকদের ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায়, তারা নির্যাতিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন হলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে পড়ে। ক্ষমতা দানকারী আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু মুহাজির সাহাবীগণ এমন নন; বরং তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহ যদি তাঁদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেন, তবে তাঁরা নামায কায়েম করবেন। যাকাত প্রদান করবেন। সৎকাজের আদেশ করবেন। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন। অর্থাৎ রাজত্ব

পেয়ে তাঁরা আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যাবেন না। বরং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলবেন, দ্বীন চর্চা করবেন।

লক্ষণীয় হল, এখানে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নামায সাহাবীদের বিশেষ গুণ

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি অনেক। কুরআনে তাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেছেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ .

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, পরস্পরের প্রতি সদয়। তুমি তাদেরকে দেখবে রুকু ও

সেজদারত অবস্থায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে। তাদের পরিচয় তাদের চেহারায় (পরিস্ফুট) সেজদার প্রভাবে। -সূরা ফাতহ (৪৮) : ২৯

এখানে সাহাবীদের তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণ হল তারা অধিক পরিমাণ রুকু-সেজদা করে তথা নামায পড়ে। তারা এত বেশি নামাযে মগ্ন থাকে যে, তুমি চাইলেই তাদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পারবে।

সাহাবীদের সম্পর্কে এখানে আরো বলা হয়েছে, তাদের পরিচয় তাদের চেহারায় (পরিস্ফুট) সেজদার প্রভাবে। অর্থাৎ অধিক পরিমাণ রুকু-সেজদা ও নামাযের ফলে তাঁদের চেহারায় বিশেষ ধরনের নূর, জ্যোতি ও উজ্জ্বলতা বিরাজ করে। আল্লাহর ভয়, খুশূ-খুযূ ও ইখলাসের আভা যেন ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে তাঁদের বহিরঙ্গকে উদ্ভাসিত করে।

এই গুণাবলির জন্য সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা এগুলো

পছন্দ করেন এবং তিনি চান তাঁর বান্দারা তা অর্জন করুক।

নামায মুত্তাকীদের গুণ

যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তাকে মুত্তাকী বলে। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীগণ সবচেয়ে সম্মানিত। কুরআন মুত্তাকীদের একটি গুণ এই উল্লেখ করেছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

الٓمّٓ، ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُ
مْ يُنْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدً
ى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই; এ মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত- যারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, যা তোমার

উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। -সূরা বাকারা (২) : ১-৫

এখানে মুত্তাকীদের ৬টি গুণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম গুণ হল তারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে। দ্বিতীয় গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈমানের পরই নামাযের স্থান এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামায আবশ্যক।

নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য

যে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর ও অনুগ্রহের আমল করে তাকে মুহসিন বলা হয় (মুহসিন শব্দের বহুবচন মুহসিনূন)। আল্লাহ মুহসিনীনকে ভালবাসেন। কুরআনে তিনি তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করেছেন যে, তারা নামায আদায় করে।

আল্লাহ বলেন-

الٓمّٓ، تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ، هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ،الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُ
مْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ،اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত; যা হেদায়েত ও রহমত মুহসিনীনের জন্য, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। -সূরা লুকমান (৩১) : ১-৫

এখানে মুহসিনীনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায আদায় করে। এটা নির্দেশ করে, নামায খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং মুহসিনীনের দলভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এর বড় ভূমিকা রয়েছে।

নামায মুখবিতীনের গুণ

যে আল্লাহর সামনে বিনীত, আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং আল্লাহর ব্যাপারে প্রশান্তচিত্ত তাকে মুখবিত

বলে (মুখবিত শব্দের বহুবচন মুখবিতূন)। এরা আল্লাহর একান্ত আপন। কুরআনে তাদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

আর সুসংবাদ দাও মুখবিতীনকে, যাদের অন্তর আল্লাহকে স্মরণ করা হলে ভীত হয়, যারা তাদের উপর আপতিত বিপদে সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। -সূরা হজ¦ (২২) : ৩৪-৩৫

এ আয়াতে মুখবিতীনের ৪টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা যায়, নামায মহিমান্বিত আমল এবং মুখবিতীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এর বিরাট অবদান রয়েছে।

কুরআন আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং একে দৃঢ়ভাবে ধরার কথা বলেছেন। এক আয়াতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের কথাও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ.

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে ও নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। -সূরা আরাফ (৭) : ১৭০

কুরআনকে মজবুতভাবে ধরার সাথেই নামাযের কথা এসেছে। কেননা নামায কুরআনের অন্যতম সুস্পষ্ট বিধান। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর অধিক গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, নামায আদায় করা কুরআনকে ধারণের অংশ। নামায ছাড়া কুরআন আঁকড়ে ধরা অপূর্ণ।

নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

কুরআনে বহু জায়গায় ঈমান ও নেক আমলের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এক স্থানে নেক আমলের সঙ্গে নামাযের কথাও বলা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আপন রবের কাছে তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কোনো দুঃখও পাবে না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৭

নেক আমলের ভেতর নামায রয়েছে। তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে নামাযের কথা বলা ইঙ্গিত করে, নামায সমস্ত নেক আমলের শীর্ষে।

নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ

দুনিয়া হোক বা আখেরাত যে কোনো সুখ, শান্তি, সফলতা ও স্বস্তি লাভে সবরের প্রয়োজনীয়তা অনেক। বিপদাপদে যেমন সবরের প্রয়োজন, তেমনি সৎকাজ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্যও সবরের দরকার। তাই কুরআনে সবরের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিছু আয়াতে সবরের পাশাপাশি নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন। -সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

এখানে আল্লাহ সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় এ

দুই বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য নসীব হয়।

পরিবারকে নামাযের নির্দেশদানের তাকিদ

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এর শিক্ষা ব্যক্তি থেকে নিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সকলের কর্তব্য একে নিজ জীবনে ধারণ করা এবং অন্যকে এর প্রতি আহ্বান করা। এটা ইসলামের সাধারণ নির্দেশ। কুরআনে আমরা দেখি, পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশদানের জন্য তাকিদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা নবীজীকে লক্ষ করে বলেন-

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

তুমি নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। আমিই তো তোমাকে রিযিক দেই। আর শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্য। -সূরা ত্বহা (২০) : ১৩২

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রিয় নবী ছিলেন। কুরআনে একাধিক জায়গায় তাঁর আলোচনা রয়েছে। এক জায়গায় আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ .

সে নিজ পরিবারকে নামায ও যাকাতের আদেশ করত। -সূরা মারইয়াম (১৯) : ৫৫

লোকমান হাকীম খ্যাতনামা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে মূল্যবান নসীহত করেছিলেন। কুরআনে তাঁর নামে একটি সূরা রয়েছে। সেখানে তাঁর কিছু নসীহত উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭ নং আয়াতে উল্লেখিত নসীহতগুলি হল-

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُ
مُوْرِ.

হে আমার বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং

তোমার উপর যে মসিবত আসে তাতে সবর কর। নিশ্চয় এ বড় হিম্মতের কাজ। -সূরা লোকমান (৩১) : ১৭

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, নিজে যেমন নামায পড়তে হবে, তেমনি পরিবার-পরিজন যেন নামায পড়ে সে ব্যাপারেও সচেষ্ট হতে হবে। প্রথম আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, জীবিকার ব্যস্ততায় নামায থেকে গাফেল হওয়া যাবে না। আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা নামাযের আদেশ করার পাশাপাশি এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, আমিই রিযিক দেই। এর মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুত এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, আমার হুকুম-আহকাম পালন করে আমার কাছে সাহায্য ও রিযিক প্রার্থনা কর। রোজগারের ফিকিরে আমার হুকুম থেকে উদাসীন হয়ো না।

প্রয়োজনে তায়াম্মুম করে নামায পড়ার আদেশ

নামাযের জন্য ওযু ফরয। আর ওযুর জন্য পানি আবশ্যক। কিন্তু কখনো এমন হয় যে, কাছে-ধারে পানি নেই বা থাকলেও অসুস্থতার কারণে ব্যবহার

করা যায় না। এরকম পরিস্থিতিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ واَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ.

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠ তখন তোমাদের মুখম-ল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধোও এবং তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধোও)। আর যদি তোমরা জানাবত অবস্থায় থাক তবে উত্তমরূপে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীসহবাস কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির ইচ্ছা কর এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখম-ল ও হাত মাসেহ কর। -সূরা মায়েদা (৫) : ৬

এখানে আল্লাহ তাআলা ওযুর বিকল্প ব্যবস্থা দান করেছেন। তা হল তায়াম্মুম। যদি ওযু করার জন্য পানি না পাওয়া যায় অথবা পানি আছে কিন্তু অসুস্থতার কারণে ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তাহলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে। আর মাটি (বা মাটি জাতীয় বস্তু) পাওয়া যায় না এমন স্থান বিরল। তার মানে নামাযে অবহেলার সুযোগ নেই; বরং সময়মত নামায আদায় করতে হবে। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, সফরেও যথাসময়ে নামায আদায়ে সচেষ্ট হওয়া চাই।
আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُ
وْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ اِنَّ اللهَ غَفُ
وْرٌ رَّحِيْمٌ.

তিনি (আল্লাহ) জানেন তোমাদের কতক অসুস্থ

হবে, আর কিছু সংখ্যক (এমন থাকবে) যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করবে এবং কিছু লোক থাকবে, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত থাকবে। সুতরাং কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয় ততটুকুই পড় আর নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা যাই সৎকর্ম নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তা উত্তম অবস্থায় এবং অধিক সওয়াবে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা মুযযাম্মিল (৭৩) : ২০

এখানে অসুস্থ, মুসাফির ও জিহাদরত ব্যক্তিকে নামায আদায়ের হুকুম করা হয়েছে। তবে সফর, জিহাদ ও অসুস্থতার ওজরের কারণে নামাযে কেরাত যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা যথাসময়ে আদায় করতে হবে। যত কঠিন অবস্থায়ই আসুক নামায ছাড়া যাবে না। এখানে যে অবস্থাগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলোই কঠিন। কঠিন হওয়ার কারণেই কেরাতের বিষয়টি সহজ করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا.

নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরয। -সূরা নিসা (৪) : ১০৩

নামাযকে আল্লাহর জন্য নিবেদনের নির্দেশ

যে কোনো কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য করা চাই। আল্লাহর জন্য করলে আল্লাহ খুশি হন এবং বান্দাকে দুই হাত ভরে প্রতিদান দেন।

আল্লাহ তাআলা নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ.

তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর

জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই আদেশ করা হয়েছে এবং আমিই প্রথম আনুগত্যকারী। -সূরা আনআম (৬) : **১৬২-১৬৩**

এখানে নবীজীকে নিজের নামায, কুরবানী ও জীবন-মরণ আল্লাহর জন্য নিবেদন করার আদেশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুত তাঁর বান্দাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা যেন তাদের সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহর জন্য করে।

লক্ষণীয় হল এখানে সবার আগে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় নামায বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ।

নামায মুত্তাকীদের গুণ

যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তাকে মুত্তাকী বলে। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীগণ সবচেয়ে সম্মানিত। কুরআন মুত্তাকীদের একটি গুণ এই উল্লেখ করেছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

الٓمٓ، ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ، الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ، أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই; এ মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত- যারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। -সূরা বাকারা (২) : ১-৫

এখানে মুত্তাকীদের ৬টি গুণ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম গুণ হল তারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে। দ্বিতীয় গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈমানের পরই নামাযের স্থান এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য নামায

আবশ্যক।

নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য

যে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর ও অনুগ্রহের আমল করে তাকে মুহসিন বলা হয় (মুহসিন শব্দের বহুবচন মুহসিনূন)। আল্লাহ মুহসিনীনকে ভালবাসেন। কুরআনে তিনি তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করেছেন যে, তারা নামায আদায় করে।

আল্লাহ বলেন-

الٓمّٓ، تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ، هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ،الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ،اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আলিফ-লাম-মীম। এ হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত; যা হেদায়েত ও রহমত মুহসিনীনের জন্য, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর

এবং এরাই সফলকাম। -সূরা লুকমান (৩১) : ১-৫

এখানে মুহসিনীনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে তারা নামায আদায় করে। এটা নির্দেশ করে, নামায খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং মুহসিনীনের দলভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এর বড় ভূমিকা রয়েছে।

নামায মুখবিতীনের গুণ

যে আল্লাহর সামনে বিনীত, আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং আল্লাহর ব্যাপারে প্রশান্তচিত্ত তাকে মুখবিত বলে (মুখবিত শব্দের বহুবচন মুখবিতূন)। এরা আল্লাহর একান্ত আপন। কুরআনে তাদের একটি গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নামায কায়েম করে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

আর সুসংবাদ দাও মুখবিতীনকে, যাদের অন্তর

আল্লাহকে স্মরণ করা হলে ভীত হয়, যারা তাদের উপর আপতিত বিপদে সবর করে এবং যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। -সূরা হজ¦ (২২) : ৩৪-৩৫

এ আয়াতে মুখবিতীনের ৪টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা যায়, নামায মহিমান্বিত আমল এবং মুখবিতীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এর বিরাট অবদান রয়েছে।

কুরআন আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং একে দৃঢ়ভাবে ধরার কথা বলেছেন। এক আয়াতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের কথাও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ ا

لْمُصْلِحِيْنَ.

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে ও নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। -সূরা আরাফ (৭) : ১৭০

কুরআনকে মজবুতভাবে ধরার সাথেই নামাযের কথা এসেছে। কেননা নামায কুরআনের অন্যতম সুস্পষ্ট বিধান। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর অধিক গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, নামায আদায় করা কুরআনকে ধারণের অংশ। নামায ছাড়া কুরআন আঁকড়ে ধরা অপূর্ণ।

নেক আমলের সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

কুরআনে বহু জায়গায় ঈমান ও নেক আমলের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এক স্থানে নেক আমলের সঙ্গে নামাযের কথাও বলা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰ

وةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আপন রবের কাছে তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কোনো দুঃখও পাবে না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৭

নেক আমলের ভেতর নামায রয়েছে। তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে নামাযের কথা বলা ইঙ্গিত করে, নামায সমস্ত নেক আমলের শীর্ষে।

তওবার সঙ্গে নামাযের উল্লেখ

আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল জাযিরাতুল আরব থেকে মূর্তিপূজার মূলোচ্ছেদ করা, যাতে সেখানে কোথাও মূর্তিপূজার চিহ্নমাত্র না থাকে। এজন্য আরবের যেসকল মূর্তিপূজক অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে এর ভেতর তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। অন্যথায় তাদের জাযিরাতুল আরব ছাড়তে হবে, নয়তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে।

আল্লাহ বলেন-

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অতঃপর যখন সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করবে। তাদের পাকড়াও করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ওঁৎ পাতার স্থানে তাদের জন্য বসে থাকবে। তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা তাওবা (৯) : ৫

সামনে গিয়ে বলেছেন-

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ .

তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও

যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। -সূরা তাওবা (৯) : ১১

আয়াতদুটিতে মুশরিকরা নিরাপদে থাকা এবং মুসলিমদের দ্বীনী ভাই গণ্য হওয়ার জন্য শিরিক থেকে তওবা করার সঙ্গে নামায ও যাকাত আদায়ের শর্তারোপ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমেয় নামায ও যাকাত কত গুরুত্বপূর্ণ!

নামাযের প্রতিবন্ধককে নিষিদ্ধ করা

আল্লাহ তাআলা সূরা মায়েদায় মদ ও জুয়াকে পরিষ্কারভাবে হারাম করেছেন। পাশাপাশি এগুলোর কিছু ক্ষতিকর দিকও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَ
نِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

শয়তান তো চায় মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে

শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে। সুতরাং তোমরা কি (ওসব জিনিস থেকে) নিবৃত্ত হবে? -সূরা মায়েদা (৫) : ৯১

এখানে মদ ও জুয়ার একটি ক্ষতিকর দিক এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা মানুষকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর যিকিরের মধ্যে নামায অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারপরও পৃথকভাবে নামাযের কথা বলা এর বিশেষ গুরুত্ব বুঝায়। এটা নির্দেশ করে, এমন কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যা নামাযের পথে অন্তরায় হয়।

বংশধরের নামাযী হওয়ার জন্য ইবরাহীম আ.-এর দুআ

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলীল ছিলেন। কুরআনে বহু স্থানে তাঁর আলোচনা এসেছে। তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরাও রয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, আল্লাহর কাছে তিনি এ দুআ করেছেন-

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আর তুমি আমার দুআ কবুল কর। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সপরিবারে শামে বসবাস করতেন। একসময় স্ত্রী হাজার (হাজেরা শব্দটি ভুল) ও শিশু পুত্র ইসমাঈলকে শাম থেকে মক্কায় নিয়ে আসলেন এবং কাবা ঘরের কাছে রেখে গেলেন। অথচ মক্কায় তখন না জনবসতি ছিল, না জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কেন সেখানে রেখে গেলেন- কুরআনের ভাষায় শুনুন-

رَبَّنَآ اِنِّیٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِیْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَ
فْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ.

হে আমাদের রব! আমি আমার কতিপয় সন্তানকে

তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে শস্যহীন উপত্যকায় (এনে) বসবাস করিয়েছি। হে আমাদের রব! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং তাদেরকে ফলমূল থেকে রিযিক দান কর, হয়তো তারা শোকর করবে। -সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৭

আল্লাহ কুরআনে তাঁর খলীলের এই দুআ উল্লেখ করে মূলত নিজ বান্দাদের উৎসাহিত করছেন তারা যেন নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরের নামাযের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়, আল্লাহর কাছে দুআ করে। তাদের জন্য সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করে, যেখানে তারা নামায কায়েম করতে পারবে, দ্বীনের উপর সুন্দরভাবে চলতে পারবে।

যারা নামায থেকে গাফেল নয় আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন মূলত আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের জন্য। সেইসঙ্গে দুনিয়াতে স্বাভাবিক চলার মত উপায়-উপকরণ সংগ্রহের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। তবে সতর্ক থাকতে হবে দুনিয়ার উপকরণ যেন

আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়।

কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ এমন আছেন, যারা আল্লাহর এ নির্দেশনা অনুযায়ী চলেন। কুরআনে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ،رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ.

সেই ঘরসমূহে, যেগুলোকে সমুন্নত করতে ও যেখানে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে- এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল করে না। -সূরা নূর (২৪) : ৩৬-৩৭

এখানে আল্লাহ তাঁর ওই বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর হেদায়েতের নূর অর্জন

করেছে। তারা মসজিদ ও ইবাদতখানায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। তাঁর যিকির করে। তাঁর ইবাদত করে। তাঁর হুকুম অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বেচাকেনাও করে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর স্মরণ, নামায ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল হয়ে যায় না।

আল্লাহর স্মরণের মধ্যে নামাযের কথা এসে গেছে। তারপরও ভিন্নভাবে নামাযের কথা উল্লেখ করা- এর বিশেষ গুরুত্ব বুঝায়। এটা আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, নামায থেকে গাফেল হওয়া যাবে না।

নামায মুহাজিরদের অনন্য বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা কুরআনে মুহাজির সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন। এক আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন-

.اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

(তারা এমন যে) আমি যদি তাদেরকে যমিনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। -সূরা হজ¦ (২২) : ৪১

দুনিয়াদার লোকদের ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায়, তারা নির্যাতিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন হলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে পড়ে। ক্ষমতা দানকারী আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু মুহাজির সাহাবীগণ এমন নন; বরং তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহ যদি তাঁদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেন, তবে তাঁরা নামায কায়েম করবেন। যাকাত প্রদান করবেন। সৎকাজের আদেশ করবেন। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন। অর্থাৎ রাজত্ব পেয়ে তাঁরা আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যাবেন না। বরং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলবেন, দ্বীন চর্চা করবেন।

লক্ষণীয় হল, এখানে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নামায সাহাবীদের বিশেষ গুণ

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি অনেক। কুরআনে তাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেছেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ .

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, পরস্পরের প্রতি সদয়। তুমি তাদেরকে দেখবে রুকু ও সেজদারত অবস্থায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে। তাদের পরিচয় তাদের চেহারায় (পরিস্ফুট) সেজদার প্রভাবে। -সূরা ফাতহ (৪৮) : ২৯

এখানে সাহাবীদের তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণ হল তারা অধিক

পরিমাণ রুকু-সেজদা করে তথা নামায পড়ে। তারা এত বেশি নামাযে মগ্ন থাকে যে, তুমি চাইলেই তাদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পারবে।

সাহাবীদের সম্পর্কে এখানে আরো বলা হয়েছে, তাদের পরিচয় তাদের চেহারায় (পরিস্ফুট) সেজদার প্রভাবে। অর্থাৎ অধিক পরিমাণ রুকু-সেজদা ও নামাযের ফলে তাঁদের চেহারায় বিশেষ ধরনের নূর, জ্যোতি ও উজ্জ্বলতা বিরাজ করে। আল্লাহর ভয়, খুশূ-খুযূ ও ইখলাসের আভা যেন ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে তাঁদের বহিরঙ্গকে উদ্ভাসিত করে।

এই গুণাবলির জন্য সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা এগুলো পছন্দ করেন এবং তিনি চান তাঁর বান্দারা তা অর্জন করুক।

আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের লক্ষ-কোটি অগণিত ফেরেশতা থাকা স্বত্তেও আল্লাহ্ তায়ালা ইবাদত

করার জন্য জ্বীন ও ইনসানকে তৈরি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন---

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ﴾]التحريم :٢[

“তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ২]

আল্লাহর বাণী,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾]النساء :٢٤[

“নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৪]

এছাড়া আরো অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন এবং যার আদেশ প্রদান করেন তাতে তিনি মহা কৌশলী। তিনি যাই সৃষ্টি করেন না কেন, তার পিছনে রয়েছে এক বিরাট উদ্দেশ্য। তিনি আমাদের জন্য যে শরী‘আত দিয়েছেন, তার ভিতরেও রয়েছে এক বিরাট হিকমত। চাই কোনো বস্তু ওয়াজিব করার ভিতরে হোক কিংবা হারাম

করার ভিতরে হোক। অথবা বৈধ করার মাঝেই হোক না কেন। এ হিকমত আমরা কখনো জানতে পারি আবার কখনো জানতে পারিনা। আল্লাহ প্রদত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে কখনো কিছু লোকে জানে আবার অনেকে জানেই না। তাই আমরা বলব যে, আল্লাহ তা‘আলা জিন্ন এবং মানুষকে এক বিরাট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾]الذاريات :٥٦[

“আমি জিন্ন এবং মানুষকে আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ ١١٥﴾ [المؤمنون: ١١٥]

“তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে

এমনিই সৃষ্টি করেছি? আর তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৫] আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى ٣٦﴾ [القيامة: ٣٦]

“মানুষ কি ধারণা করে যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে?” [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ৩৬]

এছাড়া আরো অনেক আয়াত প্রমাণ করে যে, জিন্ন-ইনসানের সৃষ্টিতে আল্লাহ তা‘আলার এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হলো আল্লাহর ইবাদাত করা। ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে আল্লাহর আদেশসমূহ বাস্তবায়ন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়ার নাম ইবাদাত। তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ [البينة: ٥]

“তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় নি

যে, তারা খাঁটি মনে আল্লাহর ইবাদাত করবে।” [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আমীন বলা মিলে যায় তখন মুসল্লীদের পূর্বেকার সব গুনাহ মাফ হয়। যায়। (বুখারী)

(১৭) এক সালাত শেষ করার পর পরবর্তী ফরজ সালাতের জামাআতের অপেক্ষমান মুসল্লীদের জন্য আল্লাহ আসমানের দরজা খুলে দেন। আর এসব মুসল্লীদের নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন। (ইবনে মাজাহ)।

(১৮) জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য অপেক্ষমান সময়টি সালাতরত আছে বলে গণ্য হয়। (বুখারী: ৬৪৭)।

(১৯) জামাআতে শেষ করার পর সে জায়গায় মুসল্লী যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা এ বান্দার জন্য এ বলে দুআ করে: (ক) হে আল্লাহ! তাকে তুমি মাফ করে দাও, (খ) হে আল্লাহ! তাকে তুমি (রহম কর) দয়া কর, (গ) এবং তার তাওবা কবুল কর। এভাবে দু'আ করে সে পরিমাণ সময়

ধরে যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার ওযূ ছুটে না যায়। (বুখারী: ৬৪৭)।

(২০) লোকেরা যদি জানত যে আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কি ফযীলত রয়েছে, তাহলে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা সামলানোর জন্য লটারি করা ছাড়া আরো কোন গত্যন্তর ছিল না। (বুখারী: ৬১৫)।

(২১) ফজর ও এশার জামাআতে এত বেশি সাওয়াব যা মানুষ জানলে (গায়ে জোর না থাকলেও) হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাআতে শরীক হতো। (আবু দাউদ: ৫৫৪)।

(২২) জামাআতে নামাযের প্রথম কাতারটি ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য (আবু দাউদ: ৫৫৪)। তবে নারীদের জন্য উত্তম হলো শেষ কাতার সবার পিছনের কাতার। (মুসলিম: ৪৪০)

(২৩) আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা প্রথম কাতারে দাঁড়ানো মুসল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ- ৫/২৬২)

(২৪) নিঃসন্দেহে কাতারের ডান দিকের মুসল্লীদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেশেতারা তাদের জন্য দু'আ করে। (আবু দাউদ: ৬৭৬)

(২৫) যারা জামাআতে মিশে মিশে দাঁড়িয়ে কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা রহমত বর্ষণ করেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের ফাকা বন্ধ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (ইবনে মাজাহ: ৯৯৫)

(২৬) যে ব্যক্তি কাতার মিলায় (একজন আরেকজনের সাথে মিশে মিশে দাঁড়ায়। আল্লাহ তাকে মিলিয়ে দেন। আর (বিপরীতে) যে লোক একজন আরেকজন থেকে পৃথক হয়ে যায় (মাঝে ফাঁকা রাখে), আল্লাহ তাকে পৃথক করে দেন।(নাসাঈ: ৮১৯)

(২৭) জামায়াতের সালাতে ইমামের আমীন বলার সাথে সাথে ফেরেশতারাও তখন আমীন বলে। আর সে সময় ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে যখন মুক্তাদীর আমীন বলার শব্দ মিলে যায়

তখন আল্লাহ তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেন।(বুখারী: ৭৮২)।

(২৮) জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য যে লোক ঘন ঘন মসজিদে যায় কাল কিয়ামতের দিন কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তাকে তার আরশের ছায়ায় নিচে আশ্রয় দেবেন।(বুখারী: ৬৬০)।

(২৯) জামাআত ধরার জন্য হেটে যাওয়া প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে মুসল্লির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, গুনাহ মাফ হয় ও নেকী লেখা হতে থাকে। (বুখারী: ৬৪৭)।

(৩০) যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ততবার মেহমানদারির ব্যবস্থা করে রাখেন। (বুখারী: ৬৬২)

(৩১) জামাআত ধরার জন্য মসজিদে গিয়ে যদি দেখে যে জামাত শেষ হয়ে গেছে, এরপরও তিনি জামাআতে সালাত আদায়ের সাওয়াব পাবেন অথচ যারা জামাত পেল তাদের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। (আবু দাউদ: ৫৬৪)

(৩২) জামাত ধরার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে পুনরায় ঘরে ফিরে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পুরু সময়টি সালাতে রত আছে বলে গণ্য হবে।(ইবনে খুযাইমা- ১/২২৯)

(৩৩) নিজ ঘর থেকে ওযূ করে যে ব্যক্তি ফরজ সালাত আদায়ের জন্য বের হবে, সে লোক ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালনকারীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে লোক চাশতের নামায আদায়ের জন্য ঘর থেকে বের হবে সে একজন উমরা পালনকারীর সমান সাওয়াব অর্জন করবে। (আবু দাউদ: ৫৫৮) এভাবে শুধুমাত্র একদিনেই জামাআতে সালাত আদায়কারীরা মোট পাঁচটি হজ্জ পালনের সাওয়াব অর্জন করতে পারে।সুবহানাল্লাহ!

(৩৪) তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ নিজেই তাদের নিরাপত্তার যিম্মাদার: (ক) যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়, (খ) যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে মসজিদে যায়, (গ) যে ব্যক্তি নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হয়ে সালাম বিনিময় করে। (আবু দাউদ: ২৪৯৪)

(৩৫) যে লোক জামাত শেষ হওয়ার পরও (কিছুক্ষণ) মসজিদে অবস্থান করবে, জামাত ধরার জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে এবং কষ্টের সময়ও উত্তমরূপে ওযূ করবে, সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং জন্মগ্রহণের দিনের মতোই নিস্পাপ হয়ে যাবে। (তিরমিযী: ৩২৩৩)

(৩৬) জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গমণকারীরা স্বাচ্ছন্দের জীবন যাপন করবে। (সূরা ১৬; নাহল ৯৭)।

(৩৭) জামাআতে সালাত আদায়কারীরা যেন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে যায়। আর এ জন্য আল্লাহর দায়িত্ব হলো তাদেরকে সম্মান করা ও ইকরাম করা। (তাবরানী- ৬/২৫৩)।

(৩৮) জামাত ধরার জন্য বান্দা যখন মসজিদে যায় আল্লাহ তখন তার প্রতি উৎফুল্ল হন। (ইবনে খুযাইমা)

✎ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেয়া হবে

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সকল ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নামাজ। আর এ কারণে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যখন বিচার কাজ শুরু করবেন তখন --"নামাজকে পরিমাপক ও নিত্তি বানিয়ে জীবনের পরীক্ষা নেয়া হবে এবং এরই ভিত্তিতে মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা ফয়সালা করা হবে।" ফলে সেদিন আল্লাহ তায়ালা ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন----

কিয়ামতের দিন বান্দার থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে।সালাত পুরোপুরি আদায় করে থাকলে তো ভালো কথা,অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা বলবেন, দেখো আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি না? নফল সালাত থাকলে বলবেন, এই নফল সালাত দ্বারা ফরজ সালাত পূর্ণ করে দাও।

এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মঞ্জনযূর নু'মানী (রহঃ)হাদিস গ্রন্থ 'তাবরাণী' থেকে আব্দুল্লাহ বিন কারত?রাঃ) বর্ণিত অনুরূপ আরও একটি হাদিস উল্লেখ করে লিখেছেন যে-----

কেয়ামতের দিন বান্দার থেকে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেয়া হবে।যে ব্যক্তি নামাজের হিসাবে উত্তীর্ণ হবে, সে অন্য সব আমলেই উত্তীর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের হিসাব দিতে ব্যর্থ হবে, সে অন্য সব আমলের হিসাব দিতেও ব্যর্থ হবে।

মোটকথা, কিয়ামতের দিন নামাজ মানুষের গোটা জীবনের নমুনা, পরিমাপক ও দর্পণ হবে। আর এমনটাই হওয়া উচিত। কারণ,যখন একথা প্রতিয়মান হলো যে, একমাত্র নামাজই দ্বীনি জিন্দেগি তৈরি করে এবং তার শিরা উপশিরায় জীবন সঞ্জীবনীতে পরিপুষ্ট হয় সুতরাং নামাজ প্রত্যেক মানুষের গোটা জীবনের নিরিখ ও নিক্তি হওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

যারা নামাজ কায়েম করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ যা বলেন
যারা আল্লাহর আদেশ মত নামাজ কায়েম করে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সে সকল প্রতিশ্রুতি কয়েকটি তুলে ধরছিঃ

যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি তো এরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

সূরা আরাফ ৭:১৭০

যারা সালাদ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে ;তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

সূরা আনফাল ৮:৩-৪

যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সবর করে, নামাজ কায়েম করে,আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের শুভ পরিণাম ---স্থায়ী জান্নাত। সূরা আনফাল ৮:৩-৪

যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী; তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।

সূরা লুকমান ৩১:৪-৫

এবং (যারা) নিজেদের সালাতে যত্নবান,তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।
সূরা মা'আরিজ ৭০:৩৪-৩৫

সালাত আদায় স্রষ্টার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এমন এক ইবাদত যা বালেগ-বালেগা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এ সালাত আদায়ে আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণের পাশাপাশি দুনিয়াবী নগদ কল্যাণও আছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে নামাজের শারীরিক কিছু উপকারিতাঃ

মানব দেহ জগতের আশ্চর্য্য এক সৃষ্টি। শুধু আশ্চর্য্য বললেও বোধ করি কমই বলা হবে। বরং বলতে হয়, মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার অত্যাশ্চর্য্য এবং অসাধারণ এক সৃষ্টি। জন্মের পর হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের শরীর বা দেহ চলমান থাকে। মানুষ ঘুমালেও তার দেহাভ্যন্তরের কলকব্জাগুলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এবং বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ এবং সচল থাকে। তারা থামে না। কাজ করে যায়। জন্ম থেকে মৃত্যু অবদি তাদের বিশ্রাম নেই। যতদিন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আসা-যাওয়া অব্যাহত থাকে, ততদিন তারাও চালিয়ে যেতে থাকে তাদের কাজ। ৮০, ৯০ কিংবা ১০০ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে একজন মানুষের দীর্ঘজীবনে এক মুহূর্তের জন্য এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বন্ধ করে না তাদের কাজ। যেমন, হার্ট বা হৃদপিন্ড অবিরাম স্পন্দিত ছন্দে কাজ চালিয়ে যাওয়া অদ্ভূত এক অঙ্গ। ফুসফুস, কি আশ্চর্য্য এক অঙ্গ!

আপনি আমি ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু তার ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, ক্লান্তিহীনভাবে একনাগারে সে রক্ত পাম্প করেই চলেছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে পৌঁছে দিচ্ছে সে রক্ত। ভাবতেই গা শিউরে ওঠে, এক মুহূর্ত যদি ব্লাড সার্কুলেশন বাধাগ্রস্ত হয়, অবস্থা কি হবে! কিডনি, কি আশ্চর্য্য আরেক অঙ্গ! এ যেন অভিনব কর্মদক্ষতার প্রাকৃতিক এক ছাকনি! পানাহারের দ্বারা শরীরে জড়ো হওয়া অপ্রয়োজনীয় এবং দূষিত পদার্থগুলো পরম সতর্কতায় বের করে দিতে অবিরাম ব্যস্ততা তার।

কিন্তু আমাদের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর এই যে অবিরাম, একটানা এবং অসাধারণ কর্মযজ্ঞ, এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক কসরত। মানব দেহের সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান নড়া-চড়া, হাঁটা-চলা এবং ওঠা-বসা অপরিহার্য্য। আজকে আমরা জানার চেষ্টা করবো, দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সুবিধা লাভ করে থাকি। আমরা জানি, নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া-আসা করতে হয়। এর জন্য কিছু পরিমান

হাটাহাটি নিঃসন্দেহে আমরা করে থাকি। এ ছাড়া প্রতি ওয়াক্তের প্রতি রাকাত নামাজে রুকু, সিজদা এবং অন্যান্য আমলগুলো সম্পাদন করতে বারবার ওঠা-বসা করতে হয়। বস্তুতঃ এর সবগুলোই আমাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য উপকারী। ৫ ওয়াক্ত নামাজের জন্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে দিনরাতের চব্বিশ ঘন্টার ৫টি সময়। এছাড়াও রয়েছে সুন্নত ও নফল নামাজের জন্য আলাদা আলাদা সময়। যেমন, দিবসের সূচনায় সূর্য সামান্য উদিত হওয়ার সময় ইশরাকের নামাজ, তারও কিছুক্ষন পরে চাশত এর নামাজ, গোধূলি লগ্ন পেরিয়ে সন্ধ্যার কিছু পরপরই আউয়াবিন এর নামাজ, রাত দ্বিপ্রহরের পর হতে শুরু করে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ এর নামাজ। সময় নির্ধারন করে দেয়া ছাড়াও রয়েছে আরও কিছু নফল বা সুন্নাত নামাজ। যেমন, সালাতুত তাওবাহ বা তাওবার নামাজ, সালাতুল ইসতিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ, সালাতুত তাসবিহ বা তাসবিহ এর নামাজ, সালাতুল খওফ প্রভৃতি। বস্তুতঃ প্রত্যেক নামাজেই শরীরকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নড়াচড়া করানোর একটি বিষয় থাকে বিধায় সকল নামাজেই রয়েছে

শারীরিক উপকারিতা। আর বিশেষ সময়ের সাথে সম্পর্কিত দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত আবশ্যকীয় পালনীয় ফরজ নামাজের জন্য কুরআন হাদিসে বর্ণিত অভাবনীয় ফায়দা এবং সাওয়াবলাভের সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও রয়েছে অভাবনীয় শারীরিক উপকারিতা।

ফজরের নামাজের সময় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানঃ

বলা বাহুল্য, সারা রাতের দীর্ঘ নিদ্রাযাপনের পরে জেগে উঠেই ফজরের সময় নামাজ আদায় করলে শরীর চর্চার হালকা একটি অনুশীলন হয়ে যায় অতি প্রত্যুষে, দিনের প্রারম্ভিক পর্বেই। এ সময় পাকস্থলী খালি থাকে বলে কঠিন অনুশীলন শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এ সময়ে নামাজ আদায় করলে নামাজি অবসাদগ্রস্ততা ও অচলতা থেকে মুক্তিলাভ করে। মস্তিষ্ক ফ্রি হয়ে পুনরায় চিন্তা করার জন্য প্রস্তুত হয়। দিন রাতের পরিবর্তনের মেলবন্ধনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নামাজি এ সময়ে হেঁটে হেঁটে মসজিদে যায় আর এর ফলে তার আত্মা লাভ করে ভিন্ন এক প্রশান্তি। নামাজীর হৃদয় মন সুবহে সাদিকের

পরিচ্ছন্ন এবং প্রশান্ত পরিবেশ থেকে সূক্ষ্ম অনুভূতি লাভ করে- এসবই উপকারী। নামাজের জন্য পবিত্রতা অর্জন অন্যতম শর্ত হওয়ার কারণে এ সময়ে নামাজী তার শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেয়। মিছওয়াকসহ উযুতে অধিক সাওয়াব বিবেচনায় সে দিবসের সূচনাতেই উত্তমরূপে মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করে নেয়।প্রসাব-পায়খানার প্রয়োজন পূরণ করে নেয়ার পরে উত্তমরূপে অর্জন করে নেয় পবিত্রতা। এতে জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের মূল্যায়ন, নিয়মিত প্রত্যুষে পরিচ্ছন্নতালাভের এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে অনুসরণে অন্ত্ররোগ ও আলসার থেকেও রক্ষা পেতে সহায়ক। রোমের খ্যাতনামা পাদরি হিলার তার লেখনিতে ফজরের নামাজে ওঠার বিষয়ে নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন এভাবে যে, ভোরের নামাজের জন্য ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাশ্চর্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। -প্রার্থনা গ্রন্থ

যোহরের সময় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানঃ

মানুষ জীবিকার জন্য দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন কাজ

করে। এতে ধুলা, ময়লা, বিষাক্ত কেমিকেল শরীরে লাগে। দেহে জীবাণু আক্রমণ করে। ওজু করলে এসব দূর হয় এবং ক্লান্তি দূর হয়ে দেহ পুনর্জীবন লাভ করে। গরমের কারণে সূর্য ঢলে পড়ার সময় বিষাক্ত গ্যাস বের হয়। এ গ্যাস মানবদেহে প্রভাব ফেললে মস্তিষ্ক, পাগলামিসহ বিভিন্ন রোগ হতে পারে। এ সময় ওজু করে নামাজ আদায় করলে

এ গ্যাস প্রভাব ফেলতে পারে না ফলে দেহ বিভিন্ন রোগ থেকে বেঁচে যায়। এ সময় আল্লাহ্ নামাজ ফরয করে আমাদের জন্য অনুগ্রহ করেছেন।

আসরের সময় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানঃ

পৃথিবী দুই ধরনের গতিতে চলে। লম্ব ও বৃত্তীয়। যখন সূর্য ঢলতে থাকে তখন পৃথিবীর ঘূর্ণন কমতে থাকে। এমনকি আসরের সময় একেবারেই কমে যায়। এ সময় রাতের অনুভূতি প্রবল হতে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে স্থবিরতা এবং অবসাদগ্রস্ততা প্রদর্শিত হতে থাকে। আসরের নামাজের সময় অবচেতন অনুভূতির শুরু হয়। এ সময় নামাজ আদায় করলে অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ততা, অবচেতন অনুভূতির আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়। মানসিক চাপ ও অস্থিরতা কমে। নূরানি রশ্মি

নামাজিকে প্রশান্তি দান করে।

মাগরিবের সময় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানঃ

সারাদিন মানুষ জীবিকার জন্য শ্রম ও কষ্টের মধ্যে কাটায়। মাগরিবের সময় ওজু করে নামাজ আদায়ের ফলে আত্মিক ও দৈহিক প্রশান্তি লাভ হয়। এ সময় নামাজ আদায়ে পরিবারের বাচ্চারাও অংশ গ্রহণ করতে পারে। এতে বাচ্চারা অনুগত, পুণ্যশীল হয়। এ সময় পরিবারের মধ্যে আনন্দের রেশ বয়ে যায়।

ইশার সময় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানঃ

সারা দিনের কর্মযজ্ঞ শেষে মানুষ বাসায় ফিরে রাতে খাবার খায়। এ সময় খেয়ে সাথে সাথে ভরা পেটে শুয়ে পড়লে বিভিন্ন রোগ বালাই হতে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, অল্প ব্যায়াম করে বিছানায় গেলে এই সমস্যার আশঙ্কা থাকে না। এই কারণে রাতের প্রথম প্রহরের দিকে ইশার নামাজ শারীরিক সুস্থতায় বিশাল ভূমিকা পালন করে। এটি রাতে বিশ্রামে যাওয়ার পূর্বে সাধারণ যে কোন

প্রকারের ব্যায়ামের চেয়েও অধিক উপযোগী। ঘুমানোর পূর্বেকার দিনের সর্বশেষ এই নামাজ আদায়ে অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। পাশাপাশি আহারকৃত খাদ্য পানীয় হজমেও সহায়ক হয় এবং সর্বোপরি মনোদৈহিক অস্থিরতা দূর করে আরামদায়ক একটি নিদ্রায় গমনে সাহায্য করে।

এই ক্ষেত্রে একটি হাদিসে এসেছে যে- 'আশা ক্বলাল ইশা', অর্থাৎ, রাতের খাবার ইশার পূর্বেই হওয়া চাই। ভাবতেই অবাক লাগে, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন প্রকার আধুনিকায়নই যখন বলা চলে হয়নি, সেই সময়ে কি করে প্রিয়তম রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আশা' অর্থাৎ, রাতের খাবার ইশার নামাজের পূর্বে গ্রহণ করাকে মানব শরীরের জন্য উপকারী সাব্যস্ত করে এই কাজটির প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হলেন!

তাহাজ্জুদের সময় ও চিকিৎসা বিজ্ঞানঃ

এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, মধ্য রাতে ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা প্রভূত

সাওয়াবের একটি কাজ। মহান প্রতিপালকের নৈকট্য অর্জনেরও এটি অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু মধ্য রাতের ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করা যে মানসিক অস্বস্তি, নিদ্রাহীনতা, হার্ট ও স্নায়ুর সংকোচন এবং বন্ধন, মস্তিষ্কের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা স্বরূপ- সে কথা জানি কতজন! অভিজ্ঞ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ভাষ্য, যারা দূরের জিনিস ঠিকমত দেখতে পান না এ সময়ে নামাজ আদায় করা তাদের জন্য উত্তম একটি চিকিৎসা। এছাড়াও এ সময়ে নামাজ আদায় করলে বুদ্ধি, আনন্দ বৃদ্ধি পায় এবং মনোদৈহিক অসাধারণ শক্তির সঞ্চার হয় যা নামাজি ব্যক্তিকে সারা দিন উৎফুল্ল রাখে, কর্মক্ষম এবং চঞ্চল রাখে।

নামাজের শারীরিক উপকারিতাঃ

নামাজ ফরজ ইবাদাত। আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন সব মুসলমানের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করেছেন। এ নামাজ পরকালের মুক্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম। কারণ পরকালে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি নামাজের হিসাব সুন্দরভাবে দিতে পারবে, তার

পরবর্তী হিসাব সহজ হয়ে যাবে।শুধু তাই নয়, নামাজের মাধ্যমে নামাজি ব্যক্তি অনেক শারীরিক উপকার লাভ করে। যার কিছু তুলে ধরা হলো-

দাঁড়ানোঃ

মানুষ যখন নামাজে দাঁড়ায়; তখন সব চোখ সিজদার স্থানে স্থির থাকে। ফলে মানুষের একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

রুকুঃ

নামাজি ব্যক্তি যখন রুকু করে এবং রুকু থেকে ওঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন মানুষের কোমর ও হাঁটুর ভারসাম্য রক্ষা হয়। রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। ফলে কোমর ও হাটু ব্যাথা উপশম হয়।

সিজদাঃ

নামাজে যখন সিজদা করা হয় তখন নামাজি ব্যক্তির মস্তিস্কে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হয়। ফলে তার স্মৃতি শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আবার সিজদা

থেকে ওঠে যখন দুই সিজদার মাঝখানে বসে এতে তার পায়ের উরু ও হাঁট সংকোচন এবং প্রসরণ ঘটে। এতে করে মানুষের হাঁটু ও কোমরের ব্যথা উপশম হয়।

ওঠা বসাঃ

নামাজের সময় নামাজি ব্যক্তিকে দাঁড়ানো, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে ওঠে সোজা হয়ে স্থির দাঁড়ানো, আবার সিজদায় যাওয়া, সিজদা থেকে ওঠে স্থিরভাবে বসা, আবার সিজদা দিয়ে দাঁড়ানো বা বসা। এ সবই মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়াম। এতে মানুষের শারীরিক বহুবিদ উপকার সাধিত হয়।

মানসিকতার পরিবর্তনঃ

নামাজের মাধ্যমে মানুষের মন ও মানসিকতায় অসাধারণ পরিবর্তন আসে। গোনাহ, ভয়, নীচুতা, হতাশা, অস্থিরতা, পেরেশানি ইত্যাদি দূরভীত হয়। ফলে বিশুদ্ধ মন নিয়ে সব কাজে সম্পৃক্ত হওয়া যায়।

দেহের কাঠামোগত উন্নতিঃ

নামাজ মানুষের দেহের কাঠামোগত ভারসাম্যতা বজায় রাখে। ফলে স্থুলতা ও বিকলঙ্গতা হার কমে যায়। মানুষ যখন নামাজে নড়াচড়া করে তখন অঙ্গগুলো স্থানভেদে সংবর্ধিত, সংকুচিত হয়ে বিশেষ কাজ করে থাকে। অঙ্গ ও জোড়াগুলোর বর্ধন ও উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরিচ্ছন্ন রাখেঃ

নামাজের জন্য মানুষকে প্রতিদিন পাঁচবার অজু করতে হয়। আর এতে মানুষের ত্বক পরিষ্কার থাকে। ওজুর সময় মানুষের দেহের মূল্যবান অংশগুলো পরিষ্কার হয় য দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জীবানু হতে মানুষ সুরক্ষিত থাকে।

চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় কম থাকেঃ

নিয়মিত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিকে দৈনিক বহু বার উযু করতে হয়। পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে তাকে তার হাত, পা, চোখ কানসহ গোটা মুখমন্ডল

বার বার উত্তমরূপে ধৌত করতে হয়। এর ফলে তার শরীরের উম্মুক্ত স্থানগুলোতে রোগজীবানূ কিংবা অন্য কোন প্রকার ময়লা জমে থাকার সুযোগ পায় না। এ কারণে একজন নামাজী ব্যক্তির হাত, পা এবং মুখমন্ডল ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ও অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

চেহারার লাবন্য বৃদ্ধিঃ

নামাজের জন্য মানুষ যতবার অজু করে, ততবারই তার মুখমণ্ডল ধৌত করা হয়ে থাকে। মুখমন্ডলের মাংশপেশিতে এক প্রকারের ম্যাসেজও হয়ে যায় এর ফলে। এতে মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে মানুষের চেহারার লাবন্য বৃদ্ধি পায়, মুখের বলিরেখা ও মুখের দাগ কমে যাওয়ার মত ঘটনাও লক্ষ্য করা

বিশেষ করে...

নামাজ মানুষের মানসিক, স্নায়ুবিক, মনস্তাত্ত্বিক, অস্থিরতা, হতাশা-দুশ্চিন্তা, হার্ট অ্যাটাক, হাড়ের

জোড়ার ব্যাথা, ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ, পাকস্থলীর আলসার, প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস, চোখ এবং গলা ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

হার্টের রোগীদের প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা উচিত, নামাজ মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বাড়তে দেয় না।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে উপাসনার নিজস্ব পদ্ধতি থাকলেও নামাজের মতো এমন সামগ্রিক ইবাদত আর নেই। নামাজির জন্য এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা আক্ষরিক অর্থেই সামগ্রিক এমন একটি ব্যায়াম, যার প্রভাব মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গের উপরে পড়ে এবং মানুষের প্রতিটি অঙ্গ নড়াচড়ার ফলে তার দেহে শক্তি সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি এর দ্বারা তার সুস্বাস্থ্য অটুট থাকে।

নামাজের উপকারিতায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.

নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। -সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫

ইমাম তবারী, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আলূসীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারের মত অনুসারে আয়াতের মর্ম হল, তাকবীর, তাসবীহ, কিরাত, আল্লাহর সামনে কিয়াম ও রুকু-সিজদাহসহ অনেক আমলের সমষ্টি হচ্ছে নামাজ। এ কারণে নামাজ যেন মুসল্লিকে বলে, তুমি কোনো অশ্লীল বা অন্যায় কাজ করো না। তুমি এমন প্রভুর নাফরমানী করো না, যিনি তোমার কৃত ইবাদতসমূহের প্রকৃত হকদার। তুমি এখন কীভাবে তাঁর অবাধ্য হবে, অথচ তুমি এমন আমল করেছ, যা তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্বকে প্রকাশ করে। এরপরও যদি তাঁর অবাধ্য হও তবে এর মাধ্যমে তুমি স্ববিরোধী কাজে লিপ্ত হলে। আর স্ববিরোধী কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি কোন্ স্তরে নেমে আসে সেটা তোমার ভালোই জানা আছে। -রুহুল মাআনী, ১০/৪৮২

শুধু তাই নয়, নামাজ মানুষের শারীরিক, মানসিক

ও আত্মিক পবিত্রতা সাধনের অনন্য হাতিয়ার। সুস্থতারও।

সালাতের ফজিলত

সালাতের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন,

(১) "নামাযীরা পাবে জান্নাতে সম্মানজনক আসন যারা নিজেদের সালাত হেফাযত করে, (পরকালে) তারা (অতীব) মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে।" (সূরা ৭০; মা'আরিজ ৩৪৩৫)।

(২) সালাতের কারণে অপরাধ থেকে আল্লাহ নিজেই তাদেরকে হেফাযতে রাখেন। "নিঃসন্দেহে সালাত (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা ২৯; আনকাবুত ৪৫)

(৩) সালাত আদায়কারীরা সফলতা লাভ করে ফেলেছে, "ঐসব মুমিন বান্দারা নিশ্চিত সফলতা লাভ করে ফেলেছে, যারা তাদের সালাতে (খুশু-খুযূ ও) বিনয়াবনত থাকে" (সূরা ২৩; মুমিনূন ১-২)। এখানের আয়াতে 'ফালাহ' শব্দের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ বুঝানো হয়েছে।

(৪) সালাত হলো এক উত্তম যিকির।আর এর মধ্যে রয়েছে আত্মার প্রশান্তি। "যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তকরণ আল্লাহর

যিকিরে প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যিকিরই (মানুষের) অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে।" (সূরা ১৩; রা'দ ২৮)

(৫) ইহ ও পরকালের কাজকর্মের সহায়ক হলো সালাত। এ জন্য আল্লাহ তাআলা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সহায়তা চাইতে বলেছেন, "(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা!) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) কাছে সাহায্য চাও।" (সূরা ২; বাকারা ৪৫)। এ জন্য যখন কোন সমস্যা আসতো বা বড় বড় কাজ আসতো তখন রাসূলুল্লাহ (স) সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর এরই মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।

(৬) এ আমলের মধ্যে রুযী-রোজগারেরও প্রশস্ততা রয়েছে, যে প্রাপ্তি একেবারেই নগদ । “তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো।” (সূরা ২০; ত্বা-হা ১৩২)

(৭) ঈমান ও কাজকর্মে দৃঢ়তা এনে দেয় সালাত।
“(আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভীরু জীব

হিসেবে, যখন তার ওপর কোন বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়, (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন সে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা সালাত আদায় করে। যারা নিজেদের সালাতে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম থাকে।” (সূরা ৭০; মাআরিজ ১৯-২৩)

হাদীস শরীফে আছে,

(১) প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করলে যেমন কোন ময়লা থাকে না, তেমনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।(বুখারী: ৫২৮)

(২) কবীরা গুনাহ না করলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআবারের জুমুআ আদায়-এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মুছে যায়। (মুসলিম: ২৩৩)

(৩) কোন মুসলিম যখন ভালো করে ওযু করে পাঁচ বেলা সালাত আদায় করে। তার পাপরাশিগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনভাবে শুষ্ক ডালা থেকে এর পাতাগুলো ঝরে যায়। (সহীহ তারগীব: ৩৫৬

(৪) যার সালাত সুন্দর হবে তার অন্যান্য

আমলগুলোও শুদ্ধ ও সঠিক হয়ে যাবে।বিপরীতে যার সালাত শুদ্ধ নয়, তার অন্য আমলও শুদ্ধ হবে না। (সহীহ তারগীব: ৩৬৯)।

(৫) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি বেশি বেশি আল্লাহকে সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই একটা সিজদা কর তখনই এর বিনিময়ে জান্নাতে (আল্লাহ) তোমার একটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম: ৪৮৮)।

(৬) সাহাবী বারীরা বিন কা'ব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে আমি আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তাহলে বেশি বেশি সিজদা কর (অর্থাৎ নফল সালাত বেশি বেশি পড়)। (মুসলিম: ৪৮৯)।
(৭) যে লোক সুন্দর করে ওযু করে শুধু সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী: ৬৪৭)।
(৮) জামাআতে নামায পড়লে এক নামাযে এর প্রতিদান পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় (বুখারী: ৬৪৭)। আরেক হাদীসে আছে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। (বুখারী)
(৯) নবী (স) তার সাহাবী বুরাইদা (রা)-কে

বললেন, যে ব্যক্তি রাতের আঁধারে (সালাতের জন্য) মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাকে কিয়ামতের দিনের নূরের সুসংবাদ দাও। (সহীহ তারগীব: ৩১০)
(১০) যে ব্যক্তি তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বেহুদা (কথা ও) কার্যকলাপ না করে তাহলে তার নাম ইল্লিয়্যিনে লেখা হয়। (সহীহ তারগীব: ৩১৫)
(১১) যে লোক এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকে যেন তার কলব মসজিদের সাথে ঝুলে আছে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা হাশরের মাঠে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দেবেন। (বুখারী: ৬৬০)
(১২) মসজিদ হলো প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ লোকের ঘর। যে ব্যক্তির ঘর হবে মসজিদ, সেই ব্যক্তির জন্য রয়েছে আরাম, দয়া, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের পথে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পুলসিরাত পার করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন (সহীহ তারগীব: ৩২৫)।
(১৩) ফজরের দু'রাকাআত সুন্নতের ফযীলত দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম (মুসলিম)। তাহলে ভেবে দেখুন, ফজরের ২ রাকআত ফরজের ফযীলত কত হতে পারে!
(১৪) যেসব লোককে জান্নাতে নেবেন বলে আল্লাহ

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নামাযীরা তাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।(আবু দাউদ)
(১৫) সালাত কিয়ামতের দিন বান্দার ঈমানের দলীল হয়ে যাবে। বান্দা তখন তার সামনে নূর ও জ্যোতি দেখতে পাবে।
(১৬) সালাতে সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহর একদম কাছে চলে যায়।(মুসলিম)।

(১৭) সালাত হলো বান্দার মন্দ কাজের কাফফারা যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। (মুসলিম)

(১৮) সালাত আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল হিসেবে গৃহীত।(বুখারী)

(১৯) সালাত হলো নয়ন জুড়ানো ও চক্ষু শীতলকারী ইবাদত। (নাসাঈ)

(২০) সালাত হলো আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা (সূরা আনকাবুত ৪৫), যা মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।

(২১) সালাত ইহকালীন জীবনে এবং পরকালের জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তাদানকারী ইবাদাত। (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাতের পূর্বেও সালাতের

কথা গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের হৃদয়ের স্পন্দন। প্রিয় নবীর জীবনের শেষ মূহূর্ত চলছে। ‘ঠিক সে সময় একজন লোক এসে ‘সালাম’ জানিয়ে বললেন, আমি কি ভিতরে আসতে পারি। রাসূল (সাঃ) এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) বললেন, দুঃখিত আমার পিতা খুবই অসুস্থ। একথা বলে ফাতিমা (রাঃ) দরজা বন্ধ করে রাসূল (সাঃ) কাছে গেলেন। হযরত রাসূল (সা) বললেন, কে সেই লোক? ফাতিমা বললেন, এই প্রথম আমি তাকে দেখেছি। আমি তাকে চিনি না।

রাসুল (সাঃ) বললেন শুনো ফাতিমা, সে হচ্ছে আমাদের এই ছোট্ট জীবনের অবসানকারী ফেরেশতা আজরাইল। এটা শুনে হযরত ফাতিমার অবস্থা তখন ক্রন্দনরত বোবার মতো হয়ে গিয়েছে। রাসূল (সাঃ) বললেন, হে জিবরাঈল আমার উম্মতের কি হবে? আমার উম্মতের নাজাতের কি হবে ? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হে রাসুল আপনি চিন্তা করবেন না, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন আপনার উম্মতের নাজাতের জন্যে।

মৃত্যুর ফেরেশতা ধীরে ধীরে রাসূলের কাছে এলেন জান কবজ করার জন্যে। মালাকুল মউত আজরাইল আরো কাছে এসে ধীরে ধীরে রাসূলের জান কবজ করতে থাকলেন।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জিব্রাইলকে রাসূল বললেন ঘোঙানির সাথে, ওহ জিবরাঈল এটা কেমন বেদনাদায়ক জান কবজ করা। ফাতিমা (রাঃ) তার চোখ বন্ধ করে ফেললেন, আলী (রাঃ) তার দিকে উপুড় হয়ে বসলেন, জিবরাঈল তার মুখটা উল্টা দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে জিবরাঈল তুমি মুখটা উল্টা দিকে ঘুরালে কেন, আমার প্রতি তুমি বিরক্ত? জিবরাঈল বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাকারাতুল মউতের অবস্থায় আমি আপনাকে কিভাবে দেখে সহ্য করতে পারি!

ভয়াবহ ব্যাথায় রাসূল ছোট্ট একটা গোঙানি দিলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, হে আল্লাহ সাকারাতুল মউতটা (জান কবজের সময়) যতই ভয়াবহ হোক, সমস্যা নেই, আমাকে সকল ব্যথা

দাও আমি বরণ করবো, কিন্তু আমার উম্মাতকে ব্যথা দিওনা। রাসূলের শরীরটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগলো। তার পা, বুক কিছুই নড়ছে না এখন আর। রাসূলের চোখের পানির সাথে তার ঠোঁটটা কম্পিত ছিলো, তিনি কিছু বলবেন মনে হয়।

হযরত আলী (রাঃ) তার কানটা রাসূলের মুখের কাছে নিয়ে গেলো। রাসূল বললেন, নামাজ কায়েম করো এবং তোমাদের মাঝে থাকা দূর্বলদের যত্ন নিও। রাসূলের ঘরের বাইরে চলছে কান্নার আওয়াজ, সাহাবীরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে কান্নারত। হযরত আলী (রাঃ) আবার তার কানটা রাসূলের মুখের কাছে ধরলো, রাসূল চোখ ভেজা অবস্থায় বলতে থাকলেন, ইয়া উম্মাতি, ইয়া উম্মাতি, “হে আমার উম্মতেরা নামাজ, নামাজ..! নামাজ..!!। নামাজ ছেড়ে দিও না।

মৃত্যুর আগে মেয়ের কথা নাতির কথা জামাইয়ের কথা কারো কথা মনে আসলো না মৃত্যুর আগে নবীজি শেষ কথা বললেন নামাজ,নামাজ,নামাজ

ও আমার উম্মতেরা নামাজ ছেড়ে দিও না।

রাসুলুল্লাহ কেন নামাজকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন কেন ওফাতের পূর্ব মুহূর্তেও সকলকে নামাজ পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সেটা যাতে আমরা সকলে উপলব্ধি করতে পারি।

মানুষ মৃত্যুর পূর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটিই বলে থাকেন। আর রাসুল(সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হয়ে সর্বশেষ বাক্যটি তাঁর(সাঃ) জবানে ছিল স্বলাহ্, স্বলাহ্, স্বলাহ্(নামাজ)।

আল্লাহ্ সুবাহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনের শুধুমাত্র নামাজের কথাই ৮২ বার বলেছেন।

আর কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে।

এ থেকে বুঝা বুঝা যায় একজন মুসলিমের কাছে নামাজের গুরুত্ব কতটুকু। আর এর ফজিলত অপরিসীম।

সুত্র:

১.নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (আশেক খান)
২.মুনাজাত ও নামাজ (ড.খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর)
৩. সালাত, দু'আ ও যিকির (ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর)
৪.নামায (মাওলানা আব্দুল খালেক)
৫.ফাতওয়া ও মাসাইল তৃতীয় খন্ড
৬.ইসলাম ধর্ম : সমাজ সংস্কৃতি, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী (রহঃ) পৃষ্ঠা ২২
৭. আরকানে আরবা'আ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী (রহঃ) পৃষ্ঠা ৩
৮. তাফসীরে তাবারী শরীফ, হাদীস নং ১০৩৯৭
৯. মাসিক আল কাউসার
ইত্যাদি..........